Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

# রাসুল(সা)এর বৈবাহিক জীবন


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

কাজি নাফিসা আফরোজ

রোলঃ 228021416


২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## রাসুল(সা)এর বৈবাহিক জীবন

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

কাজি নাফিসা আফরোজ

রোলঃ 228021416

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

### প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " রাসুল(সা)এর বৈবাহিক জীবন" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে রাসুল(সা)এর বৈবাহিক জীবন, আইডিঃ 228021416 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

______________________

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

______________________

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ রাসুল(সা)এর বৈবাহিক জীবন ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

**কাজি নাফিসা আফরোজ**

আইডিঃ 228021416

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

# সূচিপত্র

ভূমিকা : ........................................................................................................5

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম : ..............................................................5

রাসুল(সা)এর সম্মান:...........................................................................................7

নারীদের ব্যাপারে কেমন ছিলেন রাসূল(সা): .......................................................8

নবীজির স্ত্রীগণ :..................................................................................................9

সাওদা বিন্তে জামআহ (রা:): .............................................................................11

আয়েশা বিন্তে আবুবকর(রা) : ..........................................................................11

হাফসা বিনতে ওমর (রা) : ................................................................................12

জয়নাব বিনতে খুজাইমা :..................................................................................13

উম্মে সালামা হিন্দ বিনতে আবু উমাইয়া :..........................................................13

জয়নাব বিন্তে জাহোস :.....................................................................................13

জুয়াইরিয়া বিনতুল হারেস : ...............................................................................14

উম্মে হাবিবা রামলাহ বিনতে আবু সুফিয়ান : .....................................................14

সাফিয়া বিনতে হুয়াই বিন আখতাব :.................................................................14

মাইমুনা বিনতুল হারেস :...................................................................................14

মারিয়া আল কিবতিয়া(উপপত্নী):........................................................................15

রায়হানা বিনতে যায়েদ (উপপত্নী): ....................................................................15

ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মে বহুবিবাহ :..................................................................16

মুহাম্মদ (সা:)এর বহুবিবাহের কারণ : ................................................................17

শত্রু দমনের স্বার্থে : ..........................................................................................19

ইসলামী বন্ধন মজবুত করন : ............................................................................20

কু প্রথা দূরীকরণ : ........................................................................................20
মহিলা সমাজে ইসলামের বিস্তার : ......................................................................20
মহানবীর দাম্পত্য জীবনের জানা-অজানা কিছু কথা: ..................................................22
শিক্ষনীয় কিছু ঘটনা : .........................................................................................23
স্বামী হিসেবে মহানবী : ......................................................................................28
ভালোবাসা প্রকাশ করতেন: ..................................................................................29
প্রেমময় কথা বলা: ..............................................................................................29
মধুর নামে ডাকতেন : .........................................................................................30
খেলাধুলা করতেন: ..............................................................................................30
পরামর্শ নিতেন : ................................................................................................30
খরচ করতেন: ....................................................................................................30
দায়িত্ববান স্বামী ছিলেন: ......................................................................................31
রোমান্টিক ছিলেন : ............................................................................................32
ন্যায় বিচারক ছিলেন : .......................................................................................32
স্ত্রীর কথা মনে করে খুশি হতেন/প্রশংসা করতেন: ...................................................32
খাদিজা (রা:)র বান্ধবীর জন্য উপহার পাঠাতেন : ....................................................33
স্ত্রীদের চুমু দিয়ে বের হতেন: ..............................................................................33
একই চাদরের নিচে স্ত্রীর সাথে ঘুমাতেন: ................................................................33
ভালোবাসার প্রমাণ : ...........................................................................................34
স্ত্রীর উরুতে মাথা রেখে ঘুমাতেন/তেলাওয়াত শুনতেন: ...........................................34
পান করা স্থানে ঠোঁট লাগিয়ে পান করতেন: ............................................................34
একই পাত্রের পানি দিয়ে স্ত্রীর সাথে গোসল করতেন: ..............................................35
স্ত্রীদের সময় দেওয়া : .........................................................................................35
স্ত্রীদের অনুভূতির ব্যাপারে সচেতন ছিলেন : ..........................................................35

স্ত্রীর সাথে দাওয়াতে যেতেন:......................................................................36

স্ত্রীর সাথে সফরে যেতেন :........................................................................36

স্ত্রীদের গায়ে কখনো হাত তোলেননি : ........................................................36

স্ত্রীদের অন্যায় আচরণ সহ্য করতেন না :........................................................37

স্ত্রীরা অসুস্থ হলে রুকাইয়া করতেন/সান্ত্বনা দিতেন: ..............................................37

ঘরের কাজে সাহায্য করতেন :.....................................................................37

স্ত্রীদের জন্য নিজেকে পরিপাটি রাখতেন : ......................................................38

সালাম যানিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করতেন: .........................................................38

পিতা হিসেবে যেমন ছিলেন :......................................................................39

নবীজির সন্তান :........................................................................................40

সুন্দর ও অর্থবহ নাম রাখতেন :....................................................................40

সন্তানদের ভালবাসতেন :............................................................................40

জন্মের দিনেই সন্তানদের নাম ঠিক করতেন :...................................................41

কন্যাদের সর্বোত্তম মানুষের সাথে বিয়ে দিয়েছেন:...............................................41

বিয়ের সময় মেয়েদের মতামত নিতেন: ............................................................42

মোহরের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতেন না :........................................................42

বিয়েতে ভোজের আয়োজন করতেন:..............................................................42

কন্যাদের উপহার পাঠাতেন:..........................................................................43

বিয়ের পর ও কন্যাদের যত্ন নিতেন:................................................................43

কন্যাদের ধৈর্যধারণের শিক্ষা দিতেন:...............................................................43

নিজের কাজের ব্যাপারে দায়িত্বশীল হতে বলতেন:..............................................44

সন্তানের বিচ্ছেদের দুঃখিত হতেন:..................................................................44

কন্যারা বেড়াতে এলে স্বাগত জানাতেন:...........................................................44

নাতিদের সাথে মহানবী:...............................................................................45

মহানবীর নাতি নাতনি:............................................................................45
হুসাইন ইবনে আলী :..............................................................................45
উম্মে কুলসুম বিনতে আলী:.....................................................................45
যায়না বিনতে আলী:...............................................................................46
আব্দুল্লাহ ইবনে ওসমান:........................................................................46
উমামা বিনত আল আস:..........................................................................46
আলী ইবনে আল আস:............................................................................46
তাহনিক করতেন:..................................................................................46
নাতি প্রস্রাব করলে রেগে যেতেন না:......................................................47
নাতিদের কাধে বা পিঠে নিতেন:..............................................................47
খেলাধুলা করতেন:.................................................................................48
মসজিদে নিয়ে যেতেন:...........................................................................48
নাতিদেরকে চুমু দিতেন :........................................................................49
হাদিয়া দিতেন:......................................................................................49
ভালবাসতেন:.........................................................................................49
ধর্মীয় শিক্ষা দিতেন:...............................................................................50
উপসংহার:............................................................................................50
তথ্যসূত্র :..............................................................................................54

# ভূমিকা :

**بسم الله الرحمن الرحيم**

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার,সব কিছুর জন্য শুকরিয়া আদায় করছি। আলহামদুলিল্লাহ। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম তার বান্দা ও রাসূল। যাকে তিনি এমন সময় পাঠিয়েছেন যখন কুফুরি উপরে উঠেছিল এবং উঁচু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তিনি সে উচু অবস্থান থেকে সেটা কি নিচে নামিয়ে রেখেছিলেন এবং দমন করেছিলেন। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক বিশ্বজগতের শ্রেষ্ঠ মানব আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাঃ এর প্রতি। যিনি নারীদেরকে সম্মান দিয়েছেন মর্যাদা দিয়েছেন। صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم

আমার লেখনীর মাধ্যমে আমি হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পারিবারিক জীবনকে খুব সহজ সাবলীল ভাষায় ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি।যাতে করে ছোট থেকে বড় সবাই বুঝতে পারে এবং নিজের জীবনে তা প্রয়োগ করতে পারে।

## নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম :

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম আরবের পবিত্র মক্কা নগরীতে বনু হাসিম গোত্রে হস্তি বাহিনীর ঘটনার প্রথম বছর রবিউল আউয়াল মাসের ৯ তারিখ সোমবার ভোরে জন্মগ্রহণ করেন।এটা ছিল পারস্য সম্রাট কিসরা সিংহাসনে অভিষেকের ৪০ তম বছর।ঈসায়ী তারিখ ছিল ৫৭১ খ্রিস্টাব্দের ২০ কিংবা ২২ এপ্রিল।রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর তার নাম ছিলেন আব্দুল্লাহ এবং মাতার নাম আমিনা।রাসুলুল্লাহ সাঃ জন্মের সময় অনেক অনেক আশ্চর্য বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছিল।যেগুলো কে তার নবুয়ত ও রিসালাতের চিরন্তন সাক্ষী বলা যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সালামের মাতা বলেন, যখন তাকে প্রসব করি তখন আমার পেটের ভিতর থেকে এমন একটি আলোর ছটা বিচ্ছুরণ হয় যার দ্বারা সিরিয়ার বড় বড় প্রাসাদ গুলো আলোকিত হয়ে উঠেছিল।পারস্য সম্রাট কিশরার প্রাসাদের ১৪ টি গম্বুজ ভেঙ্গে পড়ে ধূলিসাত হয়ে গিয়েছিল।মাঝুষিরা হাজার হাজার বছর ধরে যে আগুনের পূজা করত তা নিভে গিয়েছিল।শাওয়ার ও শুকিয়ে গিয়েছিল এবং তার আশপাশের গির্জা গুলো ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।(তাবারি ও বাইহাকির বর্ণনা)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম যখন ভূমিষ্ঠ হলেন তখন আমিনা তার দাদার কাছে নাতির শুভ জন্মের সংবাদ পাঠালেন। মুততালিব যার পড়নায় খুশি হয়ে ছুটে এলেন এবং আদরের নাতিকে নিয়ে কাবা ঘরে দাখিল হলেন।আল্লাহকে ডাকলেন এবং তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন।এরপরে আরবের প্রথা অনুযায়ী জন্মের সপ্তম দিনে তাকে খতনা করানো হয়।

নবীজির জন্মের এক সপ্তাহ পর্যন্ত নিজ মায়ের দুধ পান করলেন।এরপর সর্বপ্রথম তাকে আবু লাহাব এর বাদী শুয়াইবা দুধ পান করান।এরপর আরবের নিয়ম অনুযায়ী ধাত্রী খুঁজে তার হাতে সমর্পণ করলেন।উদ্দেশ্য ছিল যাতে বাচ্চার প্রভৃতি ও পুষ্টি সাধন সুন্দর হয় তার শরীর শক্ত,মজবুত হয় তার কোষ সুসংগত হয় এবং ছোটবেলাতেই যেন বিশুদ্ধ আরবি ভাষা শিক্ষা হয়ে যায়। এ কারণে নবী মুহাম্মদ এর জন্য আব্দুল মুত্তালিব ধাত্রীর খোঁজ নিলেন।বনু সাদ গোত্রের বিনতে আবু জোয়াইব আব্দুল্লাহ বিন হারেস নামের এক ধাত্রী মহিলার কাছে মোহাম্মদকে দুধ পান করানোর জন্য ও লালন পালনের জিম্মাদারী দেয়া হয়।(আর রাহীকুল মাখতুম পৃষ্ঠা :৯৮)

বিশিষ্ট মুহাক্কিকদের সর্বসম্মতিক্রমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর জন্মের চতুর্থ বছরে বক্ষবিধারনের ঘটনা ঘটে (ইবনে সাদ ১/১১২)।এই ঘটনার পর হালিমা ভীত হয়ে পড়েন। তাই তিনি রাসুলুল্লাহ সাঃ কে তার মমতাময়ী মায়ের কাছে দিয়ে গেলেন।এরপর ছয় বছর বয়স পর্যন্ত তার মায়ের কাছে লালিত-পালিত হন।জন্মের পূর্বেই পিতাকে হারান এবং ছয় বছর বয়সে মাতা কে হারান।(ইবনে হিসাম)

এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম আব্দুল মুত্তালিবের তত্ত্বাবধানে বড় হতে থাকেন।রাসূলুল্লাহ (সা)এর বয়স যখন আট বছর দুই মাস দশ দিন হলো তখন তার মেহেরবান পিতামহ মক্কায় ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তার নাতির লালন পালনের জিম্মাদারী অর্পণ করে যান তার পিতা আব্দুল্লাহর সহোদর ভাই আর প্রতি আবু তালিবের হাতে।(ইবনে হিসাম ১/১৬৯)

এরপর ২৫ বছর বয়সে রাসুলুল্লাহ সাঃ খাদিজা রাদিয়াল্লাহ এর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন আল্লাহর নবী অন্য কোন নারীকে বিবাহ করেননি।কেবল হযরত ইব্রাহীম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা ছাড়া রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম এর সকল সন্তান ছিলেন তার গর্ভের।সর্বপ্রথম সন্তান ছিলেন কাসেম আর এ নামে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম এর কুনিয়ত আবুল কাশেম।এরপর জয়নাব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম, ফাতেমা এবং আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ।আব্দুল্লাহ উপাধি ছিল তাইয়্যিব এবং তাহির।রাসূলুল্লাহ (সা)এর সকল ছেলে শৈশবে ইন্তেকাল করেছিলেন আর মেয়েরা সবাই বড় হয়েছিলেন কেবল হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহ ছাড়া আর সকলেই রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু সাল্লাম এর জীবদদশায় ইন্তেকাল

করেছিলেন ফাতেমা রাদিয়াল্লা রাসুলুল্লাহ সাঃ এর মৃত্যুর ছয় মাস পর মৃত্যুবরণ করেন।(ইবনে হিশাম ১/১৮৯-৯১)

নবুওয়াতের পরে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাঃ এর জীবন দুই ভাগে ভাগ করা যায় -

- **এক**.মক্কী জীবন। এর সময়কাল ছিল প্রায় 13 বছর।
- **দুই**. মাদানী জীবন। এর সময়কাল ছিল পূর্ণ ১০ বছর।

রাসুলুল্লাহ সাঃ এর বয়স যখন ৬৩ বছর চার দিন তখন তিনি এই দুনিয়ার জীবন শেষ করে পর জগতে পাড়ি জমালেন।দিনটি ছিল একাদশ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ সোমবার।সূর্য ততক্ষণে মাথার উপর উঠে গিয়েছিল।(সহীহ বুখারী)।সাহাবায়ে কেরামকে কয়েকবার তিনি বললেন নামাজ!...নামাজ!... আর তোমাদের দাস-দাসী...!!(সহীহ বুখারী ৬/৬৩৭)

## রাসুল(সা)এর সম্মান:

রাসুল (সা:) এর পুরোটা জীবনই আদর্শে মোড়ানো।আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে সূরা আল মায়িদার ১৫ নাম্বার আয়াতে বলেন, তোমাদের কাছে আল্লাহর নিকট থেকে নূর এসেছে এবং তা একটি স্পষ্ট কিতাব।

কুরআন সুন্নাহর যে সকল জায়গায় নূর শব্দ ব্যবহার করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝানো হয়েছে এর উদ্দেশ্য এই যে, তিনি ছিলেন মানব ও জিন জাতির জন্য হিদায়াতের আলোকবর্তিকা। আল্লাহ তায়ালা নবীকে মোমবাতি বা প্রদীপের সাথে তুলনা করেছেন। এখন স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন আসতে পারে, আল্লাহর কাছে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মর্যাদা এত বিশাল। তবে সেই ক্ষেত্রে তুলনাটাও তো বিশাল হতে পারতো!
চাঁদের সাথে কিংবা সূর্যের সাথে কেন তুলনা করা হয়নি?

এই কারণে হয়নি, চাঁদের আলো যতই স্নিগ্ধ হোক। যতই সুষমা মণ্ডিত হোক না কেন। সে তার জ্যোৎস্না দিয়ে যতই মানুষকে আনন্দ দিক এই চাঁদ কিয়ামত পর্যন্ত যদি চেষ্টা চালায় নতুন আরেকটি চাঁদের জন্ম দিতে পারবে না। সূর্যের আলো যতই প্রখর হোক, সূর্যের আলো যতই তীব্র হোক, সূর্যের আলো এই পৃথিবীর মানুষের জন্য যত কল্যাণকর হোক না কেন কেয়ামত পর্যন্ত এই সূর্য চেষ্টা চালিয়ে নতুন আরেকটি সূর্যের জন্ম দিতে কখনোই পারবেনা।কিন্তু প্রদীপের সাথে তুলনা করা হলো,ছোট্ট একটা উদাহরণ, ধরুন, আপনার এলাকায় কোন আলো নেই। কিন্তু আপনার বাড়িতে একটা প্রদীপ টিপটিপ করে জ্বলছে। এখন আশপাশে যাদের বাড়িতে আলো নেই তারা কেউ প্রদীপ বা কুপি বা মোমবাতি নিয়ে এসেছে

আপনার এখান থেকে একটু আলো নিয়ে যেতে। সবাই নিল। এখন দেখুন মূল প্রদীপ থেকে আলো কি কিছুটা ফুরিয়ে গেছে?কমেছে? না। কেননা এ মূল প্রদীপ থেকে যদি সারাদেশে এমনকি সারা পৃথিবীতে একযোগে আলো দেয়া হয় ও মূল প্রদীপের আলো শেষ হয়ে যাবে না।এ জন্য আল্লাহ তায়ালা তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চাঁদের সাথে,সূর্যের সাথে তুলনা করেন নাই।প্রদীপের সাথে তুলনা করেছেন।

আর এই প্রদীপ হলো চাঁদের আলো, সূর্যের আলো নয়, বিদ্যুতের আলো নয়, প্রদীপের আলো নয় এটা হল জ্ঞানের আলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর কাছে যে জ্ঞান বের হবে এটাই সঠিক ও আসল জ্ঞান।এই জ্ঞান বিকিরণ হবে বিকশিত হবে। কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে আর আসছে সমস্ত মানুষের জন্য সমভাবে।`

আল্লাহর কাছে তিনি এতই মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ দোজাহানের বাদশা শ্রেষ্ঠ মানুষ। জনাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পরিবার ছিল সংসার ছিল।
মানুষ হিসেবে যেমন তিনি ছিলেন আদর্শ শ্রেষ্ঠ মানুষ। তেমনি একজন স্বামী হিসেবে, একজন পিতা হিসেবে, একজন নানা হিসেবে তিনি আমাদের জন্য আদর্শ ও অনুসরণীয়। দাম্পত্য জীবনের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ রাসুল সাঃ এর পুরো জীবন জুড়েই দেখতে পাই। জীবনের অন্য সবকিছুর মতোই দাম্পত্য জীবনের ক্ষেত্রে তিনি রেখে গেছেন সর্বোত্তম আদর্শ, আন্তরিকতা ও অসংখ্য রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতায় ভরপুর ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাম এর দাম্পত্য জীবন।

## নারীদের ব্যাপারে কেমন ছিলেন রাসূল(সা):

নারীদের ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সদা সতর্ক। তাই নারী জাতির সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা এই মহান কাজগুলি তিনি নিজে করেছেন এবং সারা বিশ্বের মানুষকে করার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। তিনি নারীদের খুব ভালবাসতেন। ইসলাম পূর্ব যুগে আরবে কন্যা সন্তান হলে জীবিত হত্যা করার নিয়ম ছিল। সেই হিংস্রতার বিরুদ্ধে কথা বলে তিনি সেই নারকীয় হত্যার হাত থেকে রক্ষা করেন কন্যা সন্তানদেরকে।
তাই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলেন,তোমরা নারীদের সাথে উত্তম আচরণ কর। কারণ তাদেরকে পাঁজরের হাড় হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাজরের হাড়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বাঁকা হল উপরের হাড়(সে হাড় থেকে নারীদের সৃষ্টি)।অতএব তুমি যদি তাকে সোজা করতে চাও,তবে ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি ছেড়ে দাও, তাহলে সব সময় বাঁকাই থাকবে। সুতরাং তোমরা নারীদের সাথে ভালো ব্যবহার করো।আর এই কথাগুলোর সফল বাস্তবায়ন তিনি নিজে করে গিয়েছেন তার জীবদ্দশায়।

## নবীজির স্ত্রীগণ :

(وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ)

(আল্লাহ তা'আলা বলেন, নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।) (সূরা কালাম আয়াত ৪) মুসলমানের এই প্রাণ পুরুষের মোট ১১ জন স্ত্রী এবং দুইজন উপপত্নী ছিল।আল্লাহর নির্দেশ ও নানা মানবিক কারণে ওনাকে এই বিয়েগুলি করতে হয়েছিল।কিন্তু তিনি এমন একজন পুরুষ ছিলেন যার জীবদ্দশায় বা মৃত্যুর পর স্ত্রীদের কেউ তার প্রতি কোন অভিযোগ করেননি, বরং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রীদের কাছে তার সান্নিধ্য ও সহস্রবের চেয়ে আনন্দ ও তৃপ্তির আর কিছু ছিল না। এদের অনেকেই ছিলেন বিধবা বা যুদ্ধ অথবা স্বামী পরিত্যক্তা বা দুস্থ। এছাড়া জানা যায়, ইসলাম প্রচারে টাকা পয়সা খরচের একটা ব্যাপার ছিল তাই স্বাবলম্বী হওয়া, গোত্রে গোত্রে পুরনো বিবাদ এর অবসান,বিধবা দোহাই নারীদের আশ্রয়ের জন্য তিনি এই বিবাহগুলি করেন এবং কোন কোন ইসলামী চিন্তাবিদের মতে ইসলাম প্রচার বন্ধ করার জন্য কাফেররা বিশ্বনবীকে সুন্দরী রমনী বিয়ের অফার প্রদান করেছিল কিন্তু তা পরিত্যাগ করেছিলেন।

হে নবী! আপনার জন্য আপনার স্ত্রীগণকে হালাল করেছি, যাদেরকে আপনি মোহরানা প্রদান করেন। আর দাসীদেরকে হালাল করেছি, যাদেরকে আল্লাহ আপনার করায়ত্ব করে দেন এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি আপনার চাচাতো ভগ্নি, ফুফাতো ভগ্নি, মামাতো ভগ্নি, খালাতো ভগ্নিকে যারা আপনার সাথে হিজরত করেছে। কোন মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পন করে, নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সেও হালাল। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য-অন্য মুমিনদের জন্য নয়। আপনার অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশে। মুমিনগণের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে যা নির্ধারিত করেছি আমার জানা আছে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।) ( সূরা আহযাব ৩৩:৫০)সুতরাং এইসব বিবাহ গুলি ছিল আল্লাহর ইচ্ছার ভিতরে।আর তিনি যে নারীদের বিবাহ করেছিলেন উনারাও আজকে বেশ সম্মানিত বিশ্বের মুসলিমদের কাছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম যে সকল নারীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন তাদেরকে উম্মাহাতুল মুমিনিন অর্থাৎ মুসলমানদের মাতা হিসেবে অভিহিত করা হয়। কুরআনে এসেছে “নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ এবং তার স্ত্রীগণ তাদের মাতা” ( সূরা আহযাব ৬)।আসুন আমরা জেনে নেই আমাদের প্রিয়নবীর স্ত্রীগণের নাম। এই সৌভাগ্যবান রমণীরা হলেন, খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ,সাওদা বিন্তে জামআ, আয়েশা বিনতে আবুবক্কর, হাফসা বিনতে ওমর, জয়নাব বিনতে খুযাইমা, উম্মে সালমা হিন্দ বিনতে আবি উমাইয়া,রায়হানা বিনতে যায়েদ(উপপত্নী),জয়নাব বিনতে যাহস, জুয়াইরিয়া বিন্তে আল হারিস,

রামলা (উম্মে হাবিবা) বিনতে আবু সুফিয়ান, সাফিয়া বিনতে হুইয়াই, মাইমুনা বিনতে আল হারিস, মারিয়া আনলে কিবতিয়া (উপপত্নী) প্রমূখ।

খাদিজা বিনতে খোয়াইলিদ (রা):
খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম স্ত্রী। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সম্মান ও গৌরবের অধিকারী। তাকে কুরাইশ নারীদের নেত্রী বলা হত। তিনি প্রথমে আতিক বিন আঈদের সঙ্গে এবং তারপরে আবু হালা বিন আল্লা না বাসের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন উভয়ই তার সাথে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকতে দুর্ভাগ্যজনক ছিলেন। তিনি বিধবা হওয়ার পর অসংখ্য কুরাইশবাসীরা তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন কিন্তু তাদের উপর তার কোন আগ্রহ হয়নি। পরে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে বিয়ে করার আগ্রহ জানায়। কারণ সিরিয়ার সফরে তার ব্যক্তিত্ব এবং সততা তাকে বিমোহিত করেছিল।
প্রথমত, খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা আত্মীয় দ্বারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর কাছে প্রস্তাব পাঠান। এ তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম তাঁর সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন না তাই প্রস্তাব মেনে নিতে ইতস্ততবোধ করেননি। তার চাচা আমর ইবনে আল আসাদ ৪০ বছর বয়সি খাদিজাকে পঁচিশ বছর বয়সী যুবক নবী সাঃ এর সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নেয়। পরে এই দুজনে একটি বিশেষ ধরনের বিবাহিত জীবন পরিচালনা করেছিলেন যা তার অনুসারীদের জন্য অনুকরণীয়। খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর প্রাথমিক বিবাহ থেকে দুই ছেলে ও এক মেয়ে ছিল। তিনি ইব্রাহিম ব্যতীত নবী সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর সমস্ত সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন যার মা ছিলেন মারিয়া আল কিবতিয়া, এক দাসী যাকে মিশরের রাজা তাকে উপহার দিয়েছিলেন।
২৪ বছর বৈবাহিক সম্পর্ক কাটানোর পর ৬৫ বছর বয়সে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা এই দুনিয়া থেকে পরলোক গমন করেন। এই বছরে ঘনিষ্ঠ চাচা আবু তালিবেরও ইন্তেকাল হয়। এজন্য এ বছর টিকে' দুঃখের বছর' বা কষ্টের বছর বলে জানা যায়। তিনি সর্বদা তার গুণাবলী স্মরণ করতেন এবং বলতেন" আমি খাদিজা সম্পদ থেকে যেমন উপকৃত হয়েছি তেমন কারো সম্পদ থেকে উপকৃত হইনি ".ইসলামের খাতিরে তার সম্পদ প্রচুর পরিমাণে ব্যয় করা হয়েছিল।

'আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ', মতামত দেন যে তিনি প্রতিকূলতা বা দুর্ঘটনায় ভয়ে ভীত একজন মহিলা ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন মহান হৃদয় এবং আত্মার একজন মহিলা যেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম সমস্ত উদ্যোগের জন্য সান্তনা পেতেন।

নবী মুহাম্মদ সাঃ সম্পর্কে বলতে গিয়ে মা খাদিজা বলেন, স্ত্রী তো স্বামীর প্রতি ভালোবাসা, তার জীবন যৌবন সবকিছু উজাড় করে দিতে পারেন কিন্তু ঈমান আনা নাকি এত সহজ বিষয়? বাপ দাদার ধর্ম পরিত্যাগ করে!অথচ, মা খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা যখন নবী মুহাম্মদ (সা)কাছ থেকে দ্বীনের দাওয়াত পেয়েছিলেন,তখন তিনি একটা মুহূর্ত দেরি করেন নাই, এই বিষয়ে এক সেকেন্ডও ভাবেননি, কোন প্রশ্ন করেননি। দাওয়াত কবুল করে সঙ্গে সঙ্গে' লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' পড়ে ঈমান আনলেন।

একজন স্ত্রীর কাছ থেকে প্রাপ্ত এরকম একটা সার্টিফিকেট প্রমাণ করে তিনি কতটা মহান ছিলেন । এছাড়া জিব্রাইল আলাই সাল্লাম এর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাম কিছুটা ভয় পেয়ে গেলে তিনি তার সম্পর্কে ঐতিহাসিক এক সাক্ষ্য প্রদান করেন। বলেন আল্লাহ আপনাকে অপমান করবেন না।

## সাওদা বিন্তে জামআহ (রা:):

খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার মৃত্যুর পর তিনি প্রথম মহিলা যাকে আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ে করেছিলেন।সাওদা বিনতে জামাহ প্রথমদিকে ইসলাম কবুল করেন।পরে তার উৎসাহে স্বামী সাকরান বিন আমোর মুসলমান হন।অতঃপর উভয়ে হিজরত করেন।সাকরান সেখান থেকে মক্কায় ফিরে এসে মুসলিম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।তখন সন্তানদের নিয়ে তার বিধবা স্ত্রীর সাওদা চরম বিপাকে পড়েন।এর আগে তিনি 'সাকরান ইবনে আমরের' সঙ্গে বিয়ে করেন যিনি ইথুপিয়া অভিবাসীদের মধ্যে ছিলেন।মক্কায় ফিরে আসার পর তিনি বেশিদিন বেঁচে ছিলেন না। ৫০ বছর বয়সে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম তাকে বিয়ে করেছিলেন তখন তিনি ৫৫ বছর পেরিয়ে ছিলেন।

তিনি ছিলেন একজন লম্বা রোগা মহিলা যার শারীরিক সৌন্দর্য কাউকে আকৃষ্ট করবেনা।সুতরাং,এটা স্পষ্ট যে নবী সাঃ তাকে তার সৌন্দর্যের জন্য নয় বরং একজন দরিদ্র বয়স্ক মুসলিম মহিলাকে রক্ষা এবং সম্মান করার জন্য বেছে নিয়েছিলেন।

## আয়েশা বিন্তে আবুবকর(রা) :

আয়েশা রাঃ এর পিতা আবু বকর রাদিয়াল্লাহ ছিলেন একমাত্র সাহাবী,যার পরিবারে চারটি স্তরে সবাই মুসলমান ছিলেন।যা অন্য কোন সাহাবীর মধ্যে পাওয়া যায় না। ইনি একমাত্র কুমারী স্ত্রী ছিলেন। তার কোন সন্তানাদি হয়নি।নবী পত্নী গনের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাধিক জ্ঞানী, বুদ্ধিমতী ও হাদিস বিশেষজ্ঞ মহিলা।জ্যেষ্ঠ সাহাবীগণ বিভিন্ন ফতোয়ায় তার দিকে

প্রত্যাবর্তন করতেন ও তার সিদ্ধান্তকে অগ্রাধিকার দিতেন। আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু বলেন আমরা কোন বিষয়ে আটকে গেলে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু এর নিকটে গিয়ে তার সমাধান নিতাম (তিরমিজি হা/৩৮৮৩)।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম হযরত আয়েশা বিনতে আবু বকরকে ছয় বছর বয়সে বিয়ে করেছিলেন,এবং নয় বছর পেরুনর পর একসঙ্গে বসবাস করতে শুরু করেন। আরব মেয়েরা বেশিরভাগ নয় বা তারও কম বয়সের মধ্যে বয়সন্ধিকালে পৌঁছে যায়। তিনি মহিলাদের মধ্যে মেধাবীর ছিলেন এবং অনেক আরবি কবিতা মুখস্ত করেছিলেন। তিনি ২০০০ এরও বেশি হাদিস বর্ণনা করেছেন যা মহান আলেম আবু হুরায়রা নিকটবর্তী। তিনি ধর্ম সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন,নারী পুরুষ সহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর অসংখ্য সাহাবী তার শ্রোতা ছিলেন। তিনি যখন ১৮ বছর বয়সের ছিলেন তখন নবী সাঃ দুনিয়া থেকে তার শারীরিক অনুপস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিলেন।৬৭৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি ৬৭ বছর বয়সে মারা যান। তিনি প্রায় ৫০ বছর একাকী জীবন যাপন করেছিলেন।

এটা অনেক বিস্ময়কর যে তিনি কিশোরী অবস্থায় অনেক কিছু হারিয়ে ফেলেছিলেন কিন্তু তা শর্তেও সাহসী ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন,যা আমাদেরকে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য উৎসাহিত করে।

## হাফসা বিনতে ওমর (রা) :

হিজরতের তৃতীয় বছরে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর দ্বিতীয় খলিফা ওমরের কন্যা হাফসা কে বিয়ে করেন। তার প্রথম স্বামী ‘খুনাইস ইবনে হুদাফা’’নবী সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর দুত ছিলেন,যে পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজকে দেখতে যাওয়ার পর ফিরে আসার পথে মারা যান।তিনি বদর ওহুদ যুদ্ধের শরিক ছিলেন।ওহুদ যুদ্ধে যখম হয়ে তিনি মারা যান।

এরপর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু,তার বিয়ের প্রস্তাব আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর কাছে নিয়ে যান,যার উত্তরে তিনি সারা দেননি। রাগান্বিত হয়ে ওমর ‘উসমান ইবনে আফফানের’ সাথে পরামর্শ করেন।কিন্তু তিনিও প্রস্তুত ছিলেন না। এরপর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু সাল্লাম এর কাছে যান, তিনি উত্তরে বলেন ‘‘হাফসা কে উসমানের চেয়ে উত্তম কেউ বিয়ে করবে এবং ওসমান হাফসার চেয়েও ভালো কাউকে বিয়ে করবে’’। নবী সাঃ হাফসা কি বিয়ে করেছিলেন যখন ওসমান উম্মে কুলসুমকে বিয়ে করেছিলেন।

## জয়নাব বিনতে খুজাইমা :

যিনি উম্মুল মাসাকিন/গরিবদের মা হিসেবে পরিচিত ছিলেন।তিনি ছিলেন মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম এর পঞ্চম স্ত্রী।বিয়ের তিন মাসের মাথায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।তার অকাল মৃত্যুর কারণে,তার সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাঃ এর অন্যান্য স্ত্রীদের মত বেশি কিছু জানা যায়নি। ৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে মক্কার হেজাজ এ জন্মগ্রহণ করেন।তিনি ছিলেন আরবের সুলাইম গোত্রের মেয়ে।তার প্রথম স্বামীর নাম ছিল 'আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাস'।তিনি তৃতীয় হিজরির শাওয়াল মাসের ৭ তারিখে সংঘটিত ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু সাল্লাম জয়নাবকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। জয়নাব বিয়েতে সম্মত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম ৪শত দিরহাম মোহরানা দিয়ে এ বছরই জিলহজ্ব মাসের শেষ দিকে বিয়ে করেন।৬২৫ খ্রিস্টাব্দে রবিউস সানি ৪ হিজরী মক্কায় জয়নাব বিনতে খুজাইমা মৃত্যুবরণ করেন।তাকে জান্নাতুল বাকিতে সমাহিত করা হয়।

## উম্মে সালামা হিন্দ বিনতে আবু উমাইয়া :

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর আপন ফুফাতো ভাই ও দুধ ভাই আবু সালামার স্ত্রী ছিলেন উম্মে সালামাহ।স্বামী-স্ত্রী উভয়ে হাফসা হিজরত করেন।আবু সালামাহ বদর ওহুদ যুদ্ধের শরিক হন। ওহুদের জখমী হয়ে শাহাদাত বরণ করেন। দুই ছেলে ও দুই মেয়ে নিয়ে উম্মে সালামা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাম এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

## জয়নাব বিন্তে জাহোস :

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর ফুফাতো বোন ছিলেন জয়নাব। প্রথমে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লামের পোশ্যপুত্র জায়েদ বিন হারেসসার সাথে বিবাহ হয়।কিন্তু এরপরে জয়নাব এবং জায়েদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে শুরু করে যা শেষ পর্যন্ত তালাকের দিকে নিয়ে যায়। জয়নাব বিনতে যাহোস এবং নবী সাল্লাল্লাহু সালামের বিবাহকে কটাক্ষভাবে বিরোধ করা হয়েছে।পরে জায়েদ জয়নাবকে তালাক দিলে আল্লাহর হুকুমে তিনি তাকে বিয়ে করেন প্রচলিত দুটি কুসংস্কার দূর করার জন্য।এক.সে যুগে পশ্যপুত্র কে নিজ পুত্র এবং তার স্ত্রীকে নিজ পুত্রবধূ মনে করা হতো ও তার সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ মনে করা হতো।
দুই.ইহুদি ও নাছারাগণ উজায়ের ও ঈশা কে আল্লাহর পুত্র গণ্য করত (তওবা ৯/৩০)। অথচ সৃষ্টি কখনো সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সন্তান হতে পারে না।যেমন অপরের ঔরসজাত সন্তান কখনো নিজের সন্তান হতে পারে না।

এই বিয়ের দ্বারা এটা বুঝতে পারা যায় যে, দত্তপুত্রের তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে বিয়ে করতে কোন নিষেধ নেই। জাহেলিয়াত যুগে একজন দত্তপুত্রকে জৈবিক পুত্রের সমান মনে করা হতো। কিন্তু ইসলাম অবশেষে এই বিশ্বাসের অবসান ঘটায়। এটা ভুল ধারণা যে নবী সাঃ তার সৌন্দর্যের জন্য তাকে বিয়ে করেছিলেন। বরং তার খালাতো বোন ছিল যদি তিনি চাইতেন অনেক আগেই সুযোগটা উঠাতে পারতেন।

## জুয়াইরিয়া বিনতুল হারেস :

জুয়াইরিয়া বনু মুসতালিক নেতা হারেস বিন আবু জাররাবের কন্যা ছিলেন।পঞ্চম হিজরিতে বনু মুস্তালিক যুদ্ধে বন্দী হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর সাথে বিবাহিত হন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর শ্বশুরকূল হওয়ার সুবাদে ১০০ এর অধিক যুদ্ধ বন্দীর সবাইকে মুক্তি দেওয়া হয়। ফলে তারা সবাই মুসলমান হয়ে যায়। জুরাই রিয়ার প্রথম স্বামী ছিলেন মুসাফির বিন সুফিয়ান মুস্তালিকি।

## উম্মে হাবিবা রামলাহ বিনতে আবু সুফিয়ান :

কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানের কন্যা ছিলেন উম্মে হাবিবা। ওবায়দুল্লাহ বিন যাহোস আসাদী তার প্রথম স্বামী ছিলেন।উভয়ে মুসলমান হয়ে হাবেশা হিজরত করেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে তার স্বামী মারা যান। তিনি একটি কন্যা সন্তান নিয়ে বিধবা হন।তারপর তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সালামের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

## সাফিয়া বিনতে হুয়াই বিন আখতাব :

খাইবার যুদ্ধে সাফিয়া বন্দী হন।পরে তিনি ইসলাম কবুল করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সালামের সাথে বিবাহিত হন।মদিনা থেকে বিতাড়িত ইহুদি বনী নাজির গোত্রের সরদার হুয়াই বিন আখতাব এর কন্যা এবং অন্যতম সরদার কেনানা বিন আবু হুকাইক এর স্ত্রী ছিলেন।উভয়ে নিহত হন,পরের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম তাকে বিয়ে করেন।

## মাইমুনা বিনতুল হারেস :

মায়মুনার রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু খালেদ বিন ওয়ালিদ রাঃ এর আপন খালা ছিলেন এবং উম্মুল মুমিনিন হযরত জয়নাব বিনতে খুযায়ীমার

সহোদর ও বৈপিত্রেয় বোন ছিলেন।যিনি ইতিপূর্বে তিন হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তার পূর্বের দুই স্বামী মারা গেলে ভগ্নিপতি হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু সাল্লাম এর নিকটে তার বিবাহের প্রস্তাব দেন। রাসুলুল্লাহ সাঃ বিয়েতে সম্মতি দিলে তাদের বিয়ের সংগঠিত হয়।

## মারিয়া আল কিবতিয়া(উপপত্নী):

মারিয়া বিন্তে সামউন রাদিয়াল্লাহ প্রিয় নবীর দাসী ছিলেন। নবী পুত্র ইব্রাহিম এর মা ছিলেন।তিনি মূলত মিশরের অধিবাসী।প্রথমে তিনি খ্রিস্টান ছিলেন।ইস্কান্দারিয়ারভসম্রাট মুকাউকিস তাকে নবীজির কাছে উপঢৌকন হিসেবে পাঠিয়েছিলেন।সপ্তম হিজরীর ঐতিহাসিক হুদাইবিয়া সন্ধির পর।তিনি মূলত মারিয়া কে গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করেন। এতে করে তিনি ও তার বোন ইসলাম গ্রহণ করেন। আল ইসাবাহ,ইবনে হাজারকৃত ৮/৩১০)।মারিয়াকে নবীজির নিজের জন্য নির্বাচিত করেন।মারিয়া ছিলেন খুবই সুদর্শনা। চুলগুলো ছিল কোকড়ানো। সে সময় আরবদের মধ্যে তার মত গুণবতী নারী চোখে পড়তো না।অষ্টম হিজরির জিলহজ মাসে তার গর্ভে আসে নবীপুত্র ইব্রাহিম।নবী পত্নিগণ তার সঙ্গে বরাবরই ঈর্ষা করতেন,তখন এটার মধ্যে আরো মাত্রা বৃদ্ধি পায়।(আততবাকাতুল কুবরা ৮/২১২,১/৩৫ আস সিরাতুন্নবীইয়াহ ৪/৬০১)।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহ বলেন, আমি কোন নারীর উপর এতোটুকু ঈর্ষা করতাম না, যতটুকুই ঈর্ষা করতাম মারিয়ার উপর। কারণ, তিনি ছিলেন খুবই সুদর্শনা। রাসুল্ ও তার প্রতি মুগ্ধ।

ওমর রাদিয়াল্লাহ এর খিলাফতকালে ১৬ হিজরীর মুহাররম মাসে মারিয়া ইন্তেকাল করেন।পুত্র ইব্রাহীম ও নবী পত্নিগণের পাশে তাকে সমাহিত করা হয়।মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর ইন্তেকালের পাঁচ বছর পর মারিয়া ইহলো ত্যাগ করেন। (আল ইসাবাহ,ইবনে হাজারকৃত ৮/৩১১)

## রায়হানা বিনতে যায়েদ (উপপত্নী):

রায়হানা ছিলেন বুনু নাদির থেকে ইসলামে ধর্মান্তরিত একজন ইহুদি।বিবাহের মাধ্যমে তিনি আরেকটি স্থানীয় ইহুদি উপজাতি বন ও কুড়াইজার অংশ ছিলেন।৬২৭ সালে অবরোধের সময়, তিনি বিধবা হন এবং প্রাথমিক মুসলিমরা তাকে বন্দী করে নিয়ে যান এবং পরবর্তীতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু সালামের একজন উপপত্নী হন।এবং কারো কারো মতে তিনি সালামের স্ত্রী ও ছিলেন।রায়হানা বিনতে যায়েদের জন্ম সাল সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি।তার প্রথম স্বামী ছিল আল হাকিম।তিনি ৬২৭খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।তিনি ছিলেন বনু কুরাইজা গোত্রের।নবী মুহাম্মদ সাল্লাম এর সাথে তার কোন সন্তান হয়নি।৬৩১ সালে তিনি তার নিজ শহর মদিনায় থাকাকালিন মারা যান।জান্নাতুল বাকিতে রায়হানাকে কবর দেওয়া হয়।

{রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এরশাদ করেছেন, “আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম সঙ্গী সে, যে তার সঙ্গীর কাছে উত্তম। আর আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম প্রতিবেশী সে, যে তার প্রতিবেশীর কাছে উত্তম”।}( তিরমিজি ১৯৪৪)

## ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মে বহুবিবাহ :

এটা দুঃখের বিষয় যে আজ ইসলামকে বিভিন্ন দিক দিয়ে বদনাম অসম্মান করা হচ্ছে ।যেমন,সন্ত্রাসবাদের ধর্ম হিসেবে চিহ্নিত করা এবং বহুবিবাহের উপর অযৌক্তিক প্রশ্ন করা।বহুবিবাহ, ইসলাম বা নবী সাঃ এর প্রবর্তিত প্রথা ছিল না। বরং এটি হাজার হাজার বছর ধরে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন রূপে ছড়িয়ে রয়েছে। দ্যা বুক অফ এক্সডিউস (হিব্রু বাইবেলের দ্বিতীয় বই) অনুসারে, একজন পুরুষ তার পছন্দের যে কোন সংখ্যা নারীকে বিয়ে করতে পারে। রাজা ডেভিড এর ছয় ইস্ত্রি এবং অসংখ্য দাসী ছিল। তার পুত্র রাজা সালমানের ৭০০ জন স্ত্রী এবং ৩০০ জন দাসী ছিল।তার সঙ্গে নিউ টেস্টামেন্টে বহুবিবাহ বাতিল করার উপর কোন মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

হিন্দু পুরাণ অনুসারে,ভগবান রামের পিতা দশরথের দশটি স্ত্রী ছিল।প্রভু কৃষ্ণার, **১৬,১০৮** জন স্ত্রী ছিল।এর সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম শাস্ত্র গ্রন্থে বলা হয়েছে যে ব্রাক্ষণ,ভইসিয়া এবং শুদ্ররা তারা তাদের বর্ণের হিসেবে বিয়ে করতে পারে।সুতরাং, একটি ব্রাক্ষণ সর্বোচ্চ চারটি বিয়ে এবং অন্যান্য বর্ণের মানুষরা তিন থেকে একটি বিয়ে করতে পারে।টিবেট এবং নেপালের মতন কিছু দেশ, হিন্দু সম্প্রদায় এখনো বহুবিবাহ অনুসরণ করে।

আসুন এ বিষয়ে কুরআনের মন্তব্য কি দেখা যাক।’

وَ اِنۡ خِفۡتُمۡ اَلَّا تُقۡسِطُوۡا فِی الۡیَتٰمٰی فَانۡکِحُوۡا مَا طَابَ لَکُمۡ مِّنَ النِّسَآءِ مَثۡنٰی وَ ثُلٰثَ وَ رُبٰعَ ۚ فَاِنۡ خِفۡتُمۡ
اَلَّا تَعۡدِلُوۡا فَوَاحِدَۃً اَوۡ مَا مَلَکَتۡ اَیۡمَانُکُمۡ ؕ ذٰلِکَ اَدۡنٰۤی اَلَّا تَعُوۡلُوۡا ؕ

আর যদি তোমরা ভয় কর যে,এতিম মেয়েদের হক যথাযথভাবে পূরণ করতে পারবে না, তবে সেসব মেয়েদের মধ্য থেকে যাদের ভালো লাগে তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন,কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর যদি এরূপ আশঙ্কা করো যে, তাদের মধ্যে ন্যায় সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবেনা, তবে, একটি অথবা তোমাদের অধিকার ভুক্ত দাসীদের কে,এতেই পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা’ (সুরা নিসা ৩)।

অন্য এক আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে,

وَلَنۡ تَسۡتَطِيۡعُوۡۤا اَنۡ تَعۡدِلُوۡا بَيۡنَ النِّسَآءِ وَلَوۡ حَرَصۡتُمۡ فَلَا تَمِيۡلُوۡا كُلَّ الۡمَيۡلِ فَتَذَرُوۡهَا كَالۡمُعَلَّقَةِ ؕ
وَاِنۡ تُصۡلِحُوۡا وَتَتَّقُوۡا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوۡرًا رَّحِيۡمًا

’আর তোমরা যতই কামনা করো না কেন তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে সমান আচরণ করতে কখনো পারবেনা। সুতরাং তোমরা একজনের প্রতি সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়ো না,যার ফলে

তোমরা অপরকে ঝুলন্তের মতো করে রাখবে। আর যদি তোমরা মীমাংসা করে নাও এবং তাকওয়া অবলম্বন করো তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল,পরম দয়ালু '(সূরা নিসা ১২৯)।

এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ সুবহানাহু তালা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে পুরুষদের একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে পারে না। তাই দ্বিতীয় আয়াতটি যারা ন্যায় বিচার করতে পারে না তাদের বিরুদ্ধে আনা হয়েছে।

শারীরিক, মানসিক এবং আর্থিকভাবে সক্ষম হলেই একজনকে একাধিক বিয়ে করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে ইসলামে। কখনো সামাজিক পরিস্থিতি এবং প্রয়োজনীয়তা হিসেবে একটা সমাজ বহুবিবাহ পরিচালিত করতে পারে। যেমন অনেক দেশে মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের অভাব দেখা যায়। যুদ্ধের সময়, পুরুষদের হত্যার সম্ভাবনা বেশি, বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি এবং রাশিয়া অতি পরিমানে পুরুষ সংখ্যা হারিয়ে ফেলেন।

উল্লেখ্য আয়াতগুলি নাযিল হওয়ার পর ইসলামে কতজন নারীকে করতে পারবে তার সীমিত করেছে। গাইলাম বিন শালা মা যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন নবী সাল্লাম তাকে বাকি দশ জনের মধ্যে মাত্র চার জন স্ত্রী রাখার নির্দেশ দেন। ইসলাম আসার পূর্বে আরব মহাদেশে বহুবিবাহের উপর কোন নির্দিষ্ট আইন ছিল না। একজন ফরাসি পন্ডিত, বলেন যে ইসলাম দ্বারা প্রবর্তিত বহুবিবাহ অন্যদের চেয়ে মহান ও উন্নতময় পারিবারিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করে ওঠায়।

একইভাবে জার্মান দার্শনিক আর্থার বলেন,এদের জন্য কি সময় আসিনি যে বহু বিবাহকে সমগ্র নারীদের জন্য একটি ভালো গুণ হিসেবে গ্রহণ করতে?ইসলাম পুরোপুরিভাবে বহুবিবাহের অনুমতি দেয়নি যতক্ষণ না সূরা নিসার উল্লেখযোগ্য শর্তগুলি পাওয়া যাবে। যারা ইসলামকে এবং সালামের বহুবিবাহ নিয়ে তর্ক করে বা শত্রুতা পোষণ করে তারা আসলে দুই কারণে এমন করে। প্রথমত ঈর্ষা এবং দ্বিতীয়ত মানুষের ওপর্যাপ্ত জ্ঞান।

## মুহাম্মদ (সা:)এর বহুবিবাহের কারণ :

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম যাদেরকে বিবাহ করেছিলেন,তাদেরকে উম্মুল মুউমিনিন বা মুমিনদের জননী বলা হয়।তিনি যখন ইন্তেকাল করেন তখন ৯ জন স্ত্রী জীবিত ছিলেন।তারা মহাসম্মান ও মর্যাদায় ভূষিত হয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বয়সকা,বৃদ্ধা,বিধবা,তালাকপ্রাপ্তা ও দুর্বল মহিলাদের বিবাহ করেছিলেন,শুধুমাত্র আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুই ছিলেন কুমারী।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম মুমিন জননীদেরকে বিবাহ করে তাদেরকে ইনসাফের সাথে একত্রিত করেন।তিনি ছিলেন ইনসাফ ও তাদের হক বন্টনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।অনেক খ্রিষ্টান যারা নবী সালামের বহুবিবাহের উপরে ভুল মন্তব্য এবং অনেকে আরোপ লাগিয়েছিলেন।কিন্তু

তাদের ভুল ধারণা একদিন ভাঙবেই। নবী সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম যৌবনের শীর্ষে তিনি তার প্রথম স্ত্রী খাদিজাকে বিয়ে করেছিলেন। তাদের মধ্যে বয়সের পার্থক্য ছিল ১৫ বছর। ডক্টর ফিলিপ হিট্টি, পরিষ্কারভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন যে,যতদিন পর্যন্ত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তার ব্যক্তিত্ব এবং মহৎ চরিত্রের সাথে বেঁচে ছিলেন, ততদিন নবী সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম বিকল্প কোন নারীকে বিয়ে করেননি।

একবিংশ শতাব্দীর মহান শিক্ষাবিদ, সাঈদ রমজান আল বুতি লিখেছেন, খাদিজা ও নবী সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম এর বিবাহ থেকে বুঝতে পারা যায় যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম তাকে বিয়ে করেননি তার সৌন্দর্যের জন্য যদি তিনি তাই হতেন তবে তিনি বয়স অনুসারে তার চেয়ে কম বয়সে একজন মহিলাকে বেছে নিতেন বা এমন কি একজনকে বেছে নিত যে তার বয়সের প্রায় কাছাকাছি। তিনি তার ব্যক্তিত্ব ও সম্মান এবং তার সমাজে মানুষদের প্রতি ভালোবাসা দেখেই বেছে নিয়েছিলেন। তিনি তার জীবদ্দশায় অন্য কোন নারীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেননি। ২০ থেকে ৫০ বছর এমন সময় যেখানে একটা পুরুষ মানুষের চাহিদা বেশি হয়।

দ্বিতীয় স্ত্রী সাওদা বিনতে জামাহ,৫৫ বছর বয়সে একজন মহিলা যিনি নবী সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম এর জীবনী আসে যখন তার বয়স ৫০। এটি এমন একটি সময় ছিল যখন তিনি তার প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি তার মিশন পূরণ করার সঙ্গে সান্ত্বনা খুঁজে পেতে এবং তার দুঃখ দুর্দশা দূর করার জন্য তার এমন একজনের প্রয়োজন ছিল। উইলিয়াম মন্ট গোমারি ওয়াট,একজন স্কটিশ প্রাচ্যবিদ এবং ইতিহাসবিদ, পর্যবেক্ষণ করেছেন যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর বিয়ে কখনই পরিতৃপ্তির জন্য ছিল না। খাদিজা রাঃ যখন জীবিত ছিলেন তখন তার আর কোন নারী ছিল না।সর্বোপরি, তার বিয়ের রাজনীতির কারণে হয়েছিল।সাওদা রাঃ কে বিয়ে করেছিলেন যখন তিনি তার স্বামীকে হারিয়েছিলেন। তিনি চাইতেন যে সে যেন কোন অমুসলিমকে বিয়ে না করে।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে বিয়ে করার পেছনে একটি হেকমত লুকিয়ে রয়েছে।এটি ছিল আবু বকরের সাথে তার অসাধারণ বন্ধুত্বকে শক্তিশালী করার জন্য।এবং আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সালামের প্রিয়তম স্ত্রী যিনি ছিলেন জ্ঞানী।নবীজির জীবনের পুরো ছবি ধারণ করার জন্য এমন একজন উজ্জ্বল তরুণীর প্রয়োজন ছিল। যার জীবন ব্যক্তিগত সামাজিক ও রাজনৈতিক যাই হোক না কেন তার অনুসারীদের শিখতে হবে এবং অনুসরণ করতে হবে।নবী সাল্লাহু সাল্লাম এর সাহাবীগণ তার কাছে জরুরি বিষয়েভজানতে ও শিখতে যেতেন।হাসান ইবনে সাবিত বলেন,'আমি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার যে কুরআনে বেশি জ্ঞানী কাউকে দেখিনি'।

ডব্লিউ এম ওয়াট বলেন, জয়নাব বিনতে জাহসকে নবী সাল্লাল্লাহু সালাম বিয়ে করেছিলেন যখন তার বয়স ছিল 55। এটা বিশ্বাস করা কঠিন যে তার মুগ্ধতা এক নজরে আকৃষ্ট করেছিল। ৫০ বছর বয়সী কয়েকটি সন্তানের মা একজন বিধবা মহিলা সাওদাকে নিতান্তই সাংসারিক

প্রয়োজনে বিয়ে করেছেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম। এরপর মক্কা হতে হিজরত করে তিনি মদীনায় চলে যান। যেখানে শুরু হয় ইসলামী সমাজ গঠনের জীবন মরণ পরীক্ষা। ফলে মাদানী জীবনের দশ বছরের বিভিন্ন বাস্তব কারনে ও ইসলামের বিধানসমূহ বাস্তবায়নের মহতি উদ্দেশ্যে আল্লাহর হুকুমে তাকে আরো কয়েকটি বিবাহ করতে হয়। উল্লেখ্য যে, চারটির অধিক স্ত্রী একত্রে রাখার অনুমতি আল্লাহপাক কেবল তার রাসূলকে দিয়েছিলেন। অন্য কোন মুসলিমের জন্য নয় ( সূরা আহযাব ৩৩/৫০ )

আরো উল্লেখ্য যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু সালাম নিজেই নিজের সম্পর্কে বলেছিলেন যে, " আমার জন্য মহিলার কোন প্রয়োজন নেই" (বুখারি হাদিস ৫০২৯)

প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে কেন তিনি এতগুলো বিয়ে করলেন? এর জবাবে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পেশ করতে পারি –

## শত্রু দমনের স্বার্থে :

কুসংস্কারচ্ছন্ন আরবি ও সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন রীতির মধ্যে একটি রীতি ছিল এই যে, তারা জামাতা সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্ব দিত। জামাতের সঙ্গে যুদ্ধ করা কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার বিষয়টি ছিল তাদের নিকটে দারুন লজ্জায় অসম্মানের ব্যাপার। তাই আল্লাহ পাক স্বীয় নবীকে একাধিক বিবাহের অনুমতি দেন বর্বর বিরুদ্ধে বাদি শক্তিকে ইসলামের সহায়ক শক্তিতে পরিণত করার কৌশল হিসেবে। যা দারুণ কার্যকর প্রমাণিত হয়। উদাহরণস্বরূপ -

চতুর্থ হিজরীতে উম্মে সালামা কে বিবাহ করার পর তার গোত্র বন ও মাখা জুমের স্বনামধন্য বির খালেদ বিন ওয়ালিদ এর যে দুর্ধর্ষ ভূমিকা দেখা গিয়েছিল, তা পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং সপ্তম হিজরীর শুরুতে তিনি মদিনা এসে ইসলাম কবুল করেন।

পঞ্চম হিজরীতে জুয়াইরিয়া বিনতুল হারেসকে বিবাহ করার ফলে বনু মুস্তালিক গোত্রের যুদ্ধবন্দি একশত জন ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান হয়ে যান এবং চরম বিরুদ্ধেবাদি এই গোত্রটি মিত্র শক্তিতে পরিণত হয়। জুয়াইরিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর জন্য বড় বরকতমন্ডিত মহিলা হিসেবে পরিগণিত হন। এবং তার গত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শ্বশুর গোত্র হিসেবে সম্মানজনক পরিচিতি লাভ করে ( আবু দাউদ হাদিস ৩৯৩১)

সপ্তম হিজরীর মহররম মাসে উম্মে হাবিবা কে বিবাহ করার পর তার পিতা কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান আর রাসূল সাঃ এর প্রতিদ্বন্দ্বী থাকলেন না। বরং অষ্টম হিজরীর রমজান মাসে মক্কা বিজয়ের পূর্ব রাতে তিনি ইসলাম কবুল করেন।

সপ্তম হিজরির সফর মাসে সাফিয়াকে বিবাহ করার ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সালামের বিরুদ্ধে ইহুদীদের যুদ্ধ তৎপরতা বন্ধ হয়ে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু সালামের সঙ্গে সন্ধি করে তারা খায়বরে বসবাস করতে থাকে।

সপ্তম হিজরীর সর্বশেষ মাইমুনা বিনতুল হারেসকে বিবাহ করার ফলে নাজদহবাসীদের অব্যাহত শত্রুতা ষড়যন্ত্র থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। কেননা মাইমুনার এক বোন ছিলেন নাজদের সরদারের স্ত্রী। এরপর থেকে উক্ত এলাকায় ইসলামের প্রচার ও প্রসার বাধাহীন ভাবে চলতে থাকে। অথচ ইতিপূর্বে এরাই চতুর্থ হিজরীতে 70 জন সাহাবীকে দাওয়াত দিয়ে ডেকে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। যা বিরেমা ওনার ঘটনা নামে প্রসিদ্ধ।

## ইসলামী বন্ধন মজবুত করন :

আয়েশা ও হাফসা কে বিবাহ করার মাধ্যমে হযরত আবু বকর ও ওমরের সঙ্গে ইসলামী ভ্রাতৃত দৃঢ়তর ভিত্তি লাভ করে। ওসমান ও আলীকে জামাতা করার পেছনে রাসুলুল্লাহ সাঃ এর অনুরূপ উদ্দেশ্য থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। এর ফলে ইসলাম জগৎ চারজন মহান খলিফা লাভে ধন্য হয়।

## কু প্রথা দূরীকরণ :

পোষ্যপুত্র নিজের পুত্রের নেয় এবং তার স্ত্রী নিজের পুত্রবধূর  ন্যায় হারাম - এ মর্মে যুগ যুগ ধরে চলে আসা সামাজিক কু-প্রথার প্রচলন বন্ধ করার জন্য আল্লাহর হুকুমে তিনি তার পালিত পুত্র জায়েদ বিন হারেসার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী জয়নাব বিনতে যা হুশকে বিবাহ করেন। এ বিষয়ে সূরা আহযাব এর ৩৭ ও ৪০  আয়াত দুটি নাযিল হয়। বস্তুত এ বিষয়গুলো এমন ছিল যে, এসব উপ্রথা ভাঙার জন্য কেবল উপদেশই যথেষ্ট ছিল না। তাই আল্লাহর হুকুমে স্বয়ং নবীকেই সাহসী পদক্ষেপে এগিয়ে আসতে হয়েছিল।

## মহিলা সমাজে ইসলামের বিস্তার :

শিক্ষা দীক্ষা হীন সমাজে মহিলারা ছিল পুরুষের তুলনায় আরো পশচাদপদ। তাই তাদের মধ্যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য মহিলা প্রশিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা ছিল সর্বাধিক। পর্দা ফরজ হওয়ার পর এর প্রয়োজনীয়তা আরো বেড়ে যায়। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাম এর স্ত্রীগণ তার সহযোগী হিসেবে এ কাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অধিক স্ত্রীর অর্থই ছিল অধিক প্রশিক্ষিকা। কেবল মহিলারা ই নয়, পুরুষ সাহাবীগণ ও বহু বিষয়ে

পর্দার আড়াল থেকে তাদের নিকট হতে হাদিস জেনে নিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাম এর মৃত্যুর পরেও মা আয়েশা, হাফসা, উম্মে সালামা প্রমুখের ভূমিকা ছিল এ ব্যাপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

একাধিক বিবাহ ব্যবস্থা কে যারা কটাক্ষ করতে চান, তাদের জানা উচিত যে, ইসলাম তার অনুসারীদের জন্য সবার প্রতি সমান ব্যবহারে শর্তে সর্বোচ্চ চারজন স্ত্রী রাখার অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু বাধ্য করেননি। প্রক্ষান্তরে আধুনিক সভ্যতার দাবিদার পাশ্চাত্যের ফ্রি স্টাইল যৌন জীবনে অভ্যস্ত হতাশাগ্রস্থ সমাজ জীবনের গভীরে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে যে, সেখানে অশান্তির আগুন আর মনুষত্বের খোলস ব্যতীত কিছুই নেই। অথচ প্রকৃত মুসলিমের পারিবারিক জীবন পরকালীন কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি ও ভালোবাসায় আপ্লুত থাকে। সালামের পারিবারিক জীবন যার বাস্তব দৃষ্টান্ত।

কার্লাইল বলেন,মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কখনোই ইন্দ্রিয় সুখের মানুষ ছিলেন না।যদি নবী সাল্লাল্লাহু সালামকে এভাবে চিন্তানজন করা হয়, তাহলে এটা হবে অন্যায় এবং মস্ত বড় ভুল।তিনি এক সাধারণ জীবন যাপন করেছিলেন, যার পার্থিব জীবনে কোন আগ্রহ ছিল না। ইনি পড়তেন এবং সাধারণ খাবার খেতেন। অসাধারণ মুহূর্তের একজন অসামান্য ব্যক্তি ছিলেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর বহুবিবাহ কে বিতর্কিত করেছেন ইউরোপীয় পণ্ডিতরা। কিন্তু এদের মধ্যে অনেক সাহসীকতা দেখিয়েছেন যেমন, আরভিসি রোদলি, যিনি”দ্য মেসেঞ্জার,দ্যা লাইফ অফ মহম্মদ” রচনা করেছিলেন।তিনি বলেন, “মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ইসলামের বিবাহিত জীবনকে পশ্চিমা ও খ্রিস্টান নীতি বা ঐতিহ্যের দৃষ্টিকোণে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই “।

আরবরা পশ্চিমা বা খ্রিস্টানও ছিল না। তারা এমন এক যুগ এবং পরিবেশে বড় হয়েছে যেখানে তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতি এবং জন্মগত বৈশিষ্ট্য ছিল। তাই তাদেরকে পশ্চিমার বৈশিষ্ট্য দিয়ে, গৌরব মন্ডিত করার কোন দরকার নেই। ইউরোপীয়দের উচিত যেন তারা অন্য ধর্ম বা মতাদর্শের নিন্দা করা থেকে বিরত থাকে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু সালাম ছিলেন ইসলাম প্রচারক এবং মানব জাতিকে তৌহিদের আলোর দিকে পরিচালিত করার নির্বাচিত আল্লাহর রাসূল।

তার এমন একটি জীবন ছিল যার পরে যারা এসেছে,তাকে অনুসরণ করেছেন।হোগার্থ এবং হিট্টি বলেন, তার দৈনন্দিন আচরণ এমন একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিল যা লক্ষ লক্ষ মানুষকে আজও অবহিত করে। ইতিহাসে, এরকম সম্মান কেউ পাননি। তিনি ছিলেন আল্লাহর সমস্ত রাসূলদের মতন মাসুম বা নির্দোষ। শত্রুরা যতই আরো লাগাক, তিনি বিশ্ববাসীর কাছে আইডল হিসেবে থাকবেন।

## মহানবীর দাম্পত্য জীবনের জানা-অজানা কিছু কথা:

মহান আল্লাহ রাসুলুল্লাহ সাঃ এর চারিত্রিক সার্টিফিকেট দিচ্ছেন। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে 68 নম্বর সূরা আল কলমে ৪ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন," হে নবী! নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত। "

মা খাদিজা রাদিয়াল্লাহু বলেন, স্ত্রী তো স্বামীর প্রতি ভালোবাসা, তার জীবন যৌবন সবটুকু উজাড় করে দিতে পারেন কিন্তু ঈমান আনা নাকি এত সহজ বিষয়? বাপ দাদার ধর্ম পরিত্যাগ করে! অথচ, মা খাদিজা রাঃ যখন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু সালামের পক্ষ থেকে দ্বীনের দাওয়াত পেয়েছিলেন, তাওহীদের দাওয়াত পেয়েছিলেন। তিনি একটা মুহূর্ত দেরি করেন নাই, এক সেকেন্ডও ভাবেননি, কোন প্রশ্ন করেননি সঙ্গে সঙ্গে তিনি দাওয়াত কবুল করে পড়েন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'। আম্মাজান খাদিজা রাদিয়াল্লাহু বলেন, 'নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর নবী বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই '। কেননা একজন স্ত্রী ভালো করে জানেন তার স্বামী কেমন। তার ভিতর এবং বাহির একজন স্ত্রীর কাছে আয়নার মতো পরিষ্কার।

দিনের এই দাওয়াতি কাজের রাসুলুল্লাহ সাঃ এর কাছে মা খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তার ধন সম্পদ সবটুকু আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাম এর উপর যখন ওহী নাযিল হত, নিরিবিলি জাবালে নূর পাহাড়ে থাকতেন দুইদিন তিনদিন পার হয়ে যেত বাড়ি আসতেন না নবীজির মোহাব্বতে মা খাদিজা একটু পানি, একটু খাবার ওই পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে যেতেন। কতো মহাব্বত! নবীজি যখন মা খাদিজা রাদিয়াল্লাহুকে বিয়ে করেন ৪০ বছর বয়সে একজন বিধবা নারী অথচ রসূলুল্লাহ সাল্লাম ছিলেন ২৫ বছরের যুবক। অথচ এতটাই মহব্বত ছিল যে মা খাদিজা বেঁচে থাকাকালীন তিনি দ্বিতীয় কোন বিয়ে করেননি। প্রয়োজন হয় নাই। শুধু মা খাদিজা নয়। মা খাদিজার মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম যতগুলো বিয়ে করেছেন সবাইকে রাসুলুল্লাহ সাঃ সমানভাবে সম্মান, মর্যাদা,মহব্বত করেছেন।

স্ত্রীদের আদর করে ছোট ছোট নামে ডাকতেন তিনি। কখনো ভালোবেসে আলাদা একটা নামই দিয়ে দিতেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহ নাকি আদর করে ডাকতেন 'হুমায়রা' নামে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহ কখনোই মা হতে পারেননি। তাই যখন তার বোনের একটি ছেলে জন্ম হয়েছিল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বললেন, ছেলেটার নাম হবে 'আব্দুল্লাহ'। আর আজ থেকে তুমি হচ্ছ 'উম্মে আব্দুল্লাহ বা আব্দুল্লাহর মা'। অনেকেই তাদের স্ত্রীকে আদর করে 'ময়না পাখি','সোনা' জাদু ' এসব নামে ডেকে থাকেন। তারা হয়তো জানেনই না যে, নিজের অজান্তেই তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর একটি সুন্নাহ অনুসরণ করছেন।

## শিক্ষনীয় কিছু ঘটনা :

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু সালামের স্ত্রীগণ দুঃখ কষ্ট ও কঠিন সংযমের মধ্য দিয়ে কখনো অসন্তুষ্টি ভাব প্রকাশ করতেন না। বরং সর্বদা মহান স্বামীর সাহচর যে হাসিমুখে দাম্পত্য জীবন যাপন করতেন। তবে দু একটি ঘটনা এমন ছিল যা রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম এর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ছিল এবং তাতে তিনি দুঃখিত হয়েছিলেন। শরীয়তী বিধান চালু করার লক্ষ্যে আল্লাহর বিশেষ ইচ্ছায় এরূপ ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। যার মধ্যে রয়েছে উম্মতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষনীয় বিষয় সমূহ। যেমন-
পঞ্চম হিজরীতে খন্দক যুদ্ধের পর বনুকুরাইজার বিজয় এবং গনিমতের বিপুল মালামাল প্রাপ্তির ফলে মুসলমানদের মধ্যে স্বাচ্ছন্দ ফিরে আসে। এ প্রেক্ষিতে পবিত্রা স্ত্রীগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু সালামের নিকটে তাদের ভরণপোষণের পরিমাণ বৃদ্ধির আবেদন জানান। এতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু সাল্লাম মর্মাহত হন এবং তাদেরকে তালাক গ্রহণের এখতিয়ার প্রদান করেন। উক্ত মর্মে আয়াতে 'তাখইর' নাযিল হয় ( সূরা আহযাব  ৩৩/২৮-২৯)

উক্ত আয়াত নাযিলের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাম আয়েশাকে তার পিতা-মাতার সঙ্গে পরামর্শ করতে বললে তিনি বলে ওঠেন,' এজন্য পিতা-মাতার সাথে পরামর্শের কি আছে? আমি তো আল্লাহ ও তার রাসুল এবং আখেরাতকে কবুল করে নিয়েছি '। তিনি বলেন, অতঃপর অন্যান্য স্ত্রীগণ সকলেই আমার পথ অনুসরণ করলেন ( বুখারি হাদিস ৪৭৮৫-৮৬; মুসলিম হাদিস১৪৭৫; মিশকাত হাদিস৩২৪৯ ; সূরা আহযাব ৩৩/২৮-২৯)

(رَّحِيمٌ غَفُورٌ اللَّهَ فَإِنَّ فَاءُوا أَشْهُرٍ ۖ فَإِن أَرْبَعَةِ تَرَبُّصُ نِّسَائِهِمْ مِن يُؤْلُونَ لِّلَّذِينَ
একবার দুজন স্ত্রীর উপর কোন কারনে ক্ষুব্ধ হয়ে রাসুলুল্লাহ সাঃ কসম করেন যে, তাদের থেকে এক মাস বিরত থাকবেন এবং তা যথারীতি কার্যকর হয়। লা ইলার ঘটনা নামে প্রসিদ্ধ। ( বুখারী হাদিস ১৯১১; মুসলিম হাদিস১০৮৩, ১৪৭৯; মিশকাত হাদিস ৩২৪৮; সূরা বাকারা ২/২২৬; সূরা তাহরিম ৬৬/4)

( رَّحِيمٌ غَفُورٌ أَزْوَاجِكَ ۚ وَاللَّهُ مَرْضَاتَ لَكَ ۖ تَبْتَغِي اللَّهُ أَحَلَّ مَا تُحَرِّمُ لِمَ النَّبِيُّ أَيُّهَا يَا
একবার মধু খাওয়ার ঘটনায় স্ত্রীদের কাউকে খুশি করার জন্য তা আর খাবেন না বলে কসম করেন। এভাবে হালালকে হারাম করার আল্লাহপাক তাকে সতর্ক করে দিয়ে সুরা তাহরিম প্রথম আয়াতটি নাযিল করেন। ( সূরা তাহরীম ৬৬/১; বুখারি হাদিস ৪৯১২)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনসাফের এক বাস্তব নমুনা বর্ণনা করতে গিয়ে আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

«كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - تسع نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتمي إلى المرأة الأولى إلا في تسع فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها، فكان في بيت عائشة فجاءت زينب فمد يده إليها فقالت عائشة: هذه زينب، فكف النبي - صلى الله عليه وسلم - يده».

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর ৯ জন স্ত্রী ছিলেন, তিনি যখন তাদের মাঝে দিন বন্টন করতেন তখনো তিনি নয়জনকেই সমান চোখে দেখতেন। প্রতি নিশিতে তারা পালা প্রাপ্ত বাড়িতে একত্রিত হতেন, এক রাত্রিতে আয়েশার বাড়ির পারার দিনে জয়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা উপস্থিত হওয়াতে তিনি তার হাত বাড়ালেন, এ দেখে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন :তিনি তো জয়নাব, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম প্রিয় হাত ঘুরিয়ে নিলেন"। (মুসলিম হাদিস : ১৪৬২)

আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে ওহী ও তাওফিক না থাকলে নবী সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লামের এ বাড়ি এত সুন্দর ও সুচারুরূপে পরিচালিত হতো না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কাজ ও কথার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করতেন। তিনি স্ত্রীদেরকে আল্লাহ তাআলার ইবাদতের দিকে উৎসাহিত প্রদান করতেন এবং আল্লাহর হুকুম পালনার্থে তাতে তিনি সহযোগিতা করতেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ

অর্থাৎ "আর তোমার পরিবার বর্গকে নামাজের আদেশ দাও ও তাতে অবিচলিত থাকো, আমি তোমার নিকট কোন রুজি কামনা করি না, আমি তোমাকে রুজি দেই এবং শুভ পরিণাম ও মুত্তাকীদের জন্য"। (সূরা ত্বোয়া-হা, আয়াত: ১৩২)

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন:

«كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه فإذا أراد أن يوتر أيقظني».

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম রাতে উঠে তাহাজ্জুদের সালাত পড়তেন। আর আমি তার বিছানায় গতিরোধ করে শুয়ে থাকতাম,যখন তিনি বিতির সালাত পড়তেন তখন আমাকে জাগাতেন"।(বুখারি হাদিস: ৯৯৭)

তাহাজ্জুদ নামাজে স্বামী স্ত্রী একে অপরকে সাহায্য করার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম উৎসাহ প্রদান করেছেন, এবং সুন্দরপন্থা শিক্ষা দিয়েছেন, আর তা হলো :স্বামী স্ত্রীর চোখে বা স্ত্রী স্বামীর চোখে পানি ছিটিয়ে জাগাবে।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এরশাদ করেছেন :
“আল্লাহ তায়ালা ব্যক্তির উপর দয়া করুন যে রাতে উঠে তাহাজ্জুদের সালাত পড়ল এবং স্বীয় স্ত্রী কেও জাগালো,স্ত্রী যদি উঠতে অলসতা করে তবে তার মুখে পানি ছিটা দিল।কোনর সে মহিলার উপর দয়া করুন, যে রাতে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুতের সালাত পড়লো এবং নিজ স্বামীকেও জাগালো,সে উঠতে অলসতা করলে তার মুখে পানি ছিটা দিল”। (আবু দাউদ হাদিস :১৩০৮ নাসাঈ হাদিস :১৬১০)

তাফসীর ইবনে কাসীর এর দুই আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে এমন, মহান আল্লাহ তায়ালা রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি যেন তার সহধর্মীদেরকে দুটো জিনিসের একটি বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা প্রদান করেন। যদি তারা প্রার্থীর জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ, সুন্দর্য যাঁকজমকপূর্ণ জীবন পছন্দ করেন তাহলে তিনি যেন তাদেরকে বিবাহ সম্পর্ক হতে বিচ্ছিন্ন করে দেন আর তারা যদি দুনিয়ার অভাব অনটনে ধৈর্য ধারণ করেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু সাল্লাম এর সন্তুষ্টি এবং আখিরাতে সুখ শান্তি কামনা করে তাহলে তারা যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু সালামের সাথে ধৈর্য ধারণ করে জীবন অতিবাহিত করেন। তারা সবাই যেন আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু সাল্লাম কে এবং আখিরাতকে পছন্দ করে নেন। হলে মহান আল্লাহ সবার উপরে খুশি হন অতঃপর তিনি তাদেরকে আখিরাতের সাথে সাথে দুনিয়াতেও আনন্দ সুখ শান্তি দান করেন।

এ দুইটি আয়াত দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে একটা মেসেজ দিচ্ছে। ধরুন, আপনার স্বামীর স্বল্প আয়। এতে আপনার ভোগ বিলাসিতা সম্ভব না, এখন তার উপর জুলুম করে হারামের দিকে এগিয়ে দেন তবে আপনি প্রার্থী জীবনটাই উপভোগ করতে পারবেন আখেরাতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ নয়। আর আপনি যদি ধৈর্য ধারণ করে সৎকর্মশীল হন তবে মহান আপনার জন্য মহা প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন। আল্লাহ সবটাই বলে দিয়েছেন। এখন আপনার সিদ্ধান্ত আপনার বিবেকের উপর আপনি কোন পথে পরিচালিত হবেন।

সূরা আল- আহজাব ৩২ এবং ৩৩ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ উম্মুল মু’মিনদের উদ্দেশ্যে বলেন,

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّ قُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

হে নবীর পত্নীরা! তোমরা অন্য নারীদের মতো নও, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো তাহলে পর পুরুষের সাথে কবুল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলোনা যাতে অন্তরে যার ব্যাধি রয়েছে সে প্রলুব্ধ হয় এবং তোমরা ন্যায় সঙ্গত কথা বলবে। এবং তোমরা স গৃহে অবস্থান করবে, প্রাচীন জাহিলি যুগের মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না। তোমরা সালাত কায়েম করবে ও যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থাকবে, হে নবীর পরিবার! আল্লাহ শুধু চান তোমাদের হতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।

এখানেও আমাদের জন্য একটা মেসেজ এই যে, যারা মাহরাম নয় তাদের সাথে মিড ও মোলায়েম কণ্ঠে কথা বলা যাবে না। যাতে যাদের মনে ব্যাধি রয়েছে তাতে তাদের মনে ব্যাধি আরো বৃদ্ধি পায়। আর দ্বিতীয় ধাপের আয়াতটা স্পষ্ট জাহেলিয়াত যুগের মত যেন নিজেদেরকে প্রদর্শনী না করি। কেননা জাহিলিয়াত যুগের নারীরা পুরুষদের সামনে অবাধে চলাফেরা করতো কোন তোয়াক্কা না করেই। তারা যখন ঘর থেকে বের হতো, বেপর্দা, লজ্জাহীন ভাবে, বেপরোয়া চলাফেরা করতো।আল্লাহ তা'আলা এমন চলাফেরাকে নিষেধ করেছেন। আদেশ করেছেন সালাত কায়েম কর যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু সালামের আনুগত্য কর।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম ও উম্মাতুল মু'মিনদের পুরোটা জীবনই আদর্শ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর স্ত্রীরা কতটা ধৈর্যশীল ছিলেন।ছিল না তাদের বিলাসী জীবন যাপন।

আজকে সমাজের পরকীয়া, বেহায়াপনার ছড়াছড়ি। কেননা বিবাহকে আমরা কঠিন করে ফেলেছি। প্রাপ্তবয়স্ক হলে সন্তানের বিয়ের কথা চিন্তা করি না, তারা ফ্রি মিক্সিংয়ে মিশে যাচ্ছে এমনকি যারা বিবাহিত খোঁজ নিলে দেখা যায় যে গোপনে গোপনে কত পরকীয়া চলছে। কুরআন বলছে একজন ব্যক্তির সামর্থ্য থাকলে ইনসাফ করতে পারলে সে চাইলে একাধিক বিয়ে করতে পারে। আজকে আমরা নারীরা স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে মানতে পারি না অথচ এর একাধিক স্ত্রী ছিল।

ধরুন আপনার স্বামী পুনরায় বিবাহ করতে চাচ্ছে তার সামর্থ্য অনুযায়ী। আপনি কি করবেন? আমি বলব, আপনার সংসারি জীবনে যদি ক্রুটি থাকে বা নাই থাকে তবুও আপনি উত্তম ধৈর্য ধারণ করুন। আপনার স্বামী সামর্থ্য অনুযায়ী বিবাহ করতে চাচ্ছে আপনি যদি তাতে কড়া বাধা প্রদান করেন তবে আপনি জেনে রাখুন আপনি আল্লাহর বিধানের সাথে নিয়মিত যুদ্ধ করছেন। আল্লাহর বিধানের সাথে কি যুদ্ধ করা যায়?এখন যদি তিনি বিয়ে না করে স্বাভাবিকভাবে সংসার

চালিয়ে যান, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তিনি পরকীয়া,ব্যভিচারে লিপ্ত থাকেন।তাহলে আপনি এ মহা অন্যায় গুনাহকে ভয় করুন,কেননা আপনার স্বামীর পাশাপাশি কালকে আপনাকেও জবাবদিহি করতে হবে। কারন আপনি তাকে বাধা দিয়েছেন হালাল পথে চলতে। অবিবাহিতদের থেকে বিবাহিতদের শাস্তি অনেক বেশি।

আপনি ধৈর্য ধারণ করুন। আল্লাহ যেদিন প্রতিদান দেবেন সেদিন শুকরিয়া আদায় করেও কুল পাবেন না। সেদিন মনের অজান্তেই বলে ফেলবেন আমি আমার রব কে ডেকে কখনোই ব্যর্থ হইনি। আলহামদুলিল্লাহ

উপরের ঘটনাবলীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর স্ত্রীগণের এই বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে যে, তারা সুখে দুঃখে সর্বাবস্থায় পুণ্যবান স্বামীর একনিষ্ঠ অনুসারী হয়ে থাকেন। এর দ্বারা আরেকটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু সাল্লাম মানুষ হিসেবে মানবীয় রাগ-অভিমান ও দুঃখ-বেদনার অধিকারী ছিলেন। স্বামী স্ত্রীর প্রেমের সম্পর্ক এসবের মাধ্যমে ঝালাই হয়ে আরও দৃঢ়তর হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম ও তার পবিত্র স্ত্রীগণের মধ্যকার এ ধরনের ঘটনা তার প্রকৃত প্রমাণ। ভবিষ্যতে কোন মুমিন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এরূপ ঘটনা ঘটলে তারা যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর পত্নীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন এবং সংসার ভেঙে না দিয়ে আরো মজবুত করেন, পথ পথপ্রদর্শনের জন্যই দৃষ্টান্ত হিসেবে আল্লাহর ইচ্ছায় উক্ত ঘটনা সমূহ সংঘটিত হয়।

মূলত রাসূল সাল্লাল্লাহু সাল্লাম ও তার পূর্ববর্তী স্ত্রী গনের মধ্যকার সম্পর্ক ছিল উন্নত আদর্শ চেতনার উপরে প্রতিষ্ঠিত। দুনিয়া ও আখিরাতে সর্বাবস্থায় তারা নবী পত্নী হিসেবে পরিচিত। ( সূরা আহযাব৩৩/৩৩, ৫৩; সূরা যুখরুফ৪৩/৭০)

তাই দুনিয়াবী ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য তারা কখনোই আখেরাতের বৃহত্তর স্বার্থ বিকিয়ে দিতে পারেন না। দুনিয়াতে তারা ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাম এর পারিবারিক জীবনের বিশ্বস্ত তম সাক্ষী এবং তাদের মাধ্যমে উম্মতে মোহাম্মদী ইসলামের পারিবারিক ও অন্যান্য বিধানসমূহ জানতে পেরে ধন্য হয়েছে। এদিকে বিবেচনা করলে তারা কেবল নবী পত্নী ছিলেন না, বরং তারা ছিলেন উম্মতের শিক্ষিকা ও নক্ষত্রতুল্য দৃষ্টান্ত। নিঃসন্দেহে নবীর সঙ্গে নবী পত্নীনের সম্পর্ক ও আচার-আচরণ ছিল অতীব মধুর এবং আখেরাতের চেতনায় উজ্জীবিত।

## স্বামী হিসেবে মহানবী :

শ্রেষ্ঠ মানব মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম মানুষ হিসেবে যেমন ছিলেন আদর্শ, ধর্মীয় বিষয়ে ছিলেন অনুকরণীয়, তেমনি তিনি স্বামী হিসেবে ছিলেন অনুসরণীয়। সর্বক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মানব। আজকাল প্রায় সংসার ভাঙ্গার খবর শোনা যায়। মাঝেমধ্যে এমন এমন ব্যক্তিদের সংসার ভাঙ্গে, পুরো দেশ কিংবা বিশ্বকে ভাবিয়ে তোলে। তখন তৈরি হয় নানা জিজ্ঞাসা নানা কৌতূহল। সংসার ভাঙার জন্য নানা কারণ কে দায়ী করা হয়। সংসার টিকিয়ে রাখতে হলে স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক বৃদ্ধতা ও ভালোবাসা মূল অনুষঙ্গ। যে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আন্তরিক ভালবাসা থাকে দুনিয়ার জীবন তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দে কাটে। ভালোবাসার ঘাটতি যে সংসারে যতটা, হতাশাও অশান্তি সেখানে ততটাই বেশি। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু সাল্লাম শিখিয়েছেন কিভাবে একজন স্বামী তার স্ত্রীকে ভালবাসবে।

সংসারে সৃষ্টি অনেক বাধ্যবাধকতার ভিতর খেজুর বৃক্ষের শাখার মত স্বামীর সাথে অতি নিকটে অবস্থান করে থাকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এরশাদ করেন :

«الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا الزوجة الصالحة».

" দুনিয়ার পূর্ণটাই সম্পদস্বরূপ তবে দুনিয়ার সর্বোত্তম সম্পদ হলো সতী স্ত্রী "( আহমদ হাদিস :৬৫৬৭; নাসাঈ হাদিস ৩২৩২)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর উত্তম আচরণ ও মনোরম দাম্পত্য জীবনের অধিকারী হওয়ার প্রমাণ বহন করে, মমিনিনা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার নামকে আদরাত ছলে সংক্ষিপ্ত করে আহ্ববান করা এবং তাকে এমন খবর পরিবেশন করা যাতে তার হৃদয় যেন তার দিকে উড়ে যায়।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম এসে বলেন :

" হে আয়েশ!জিব্রাইল আলাইহিস সালাম এইমাত্র তোমাকে সালাম দিয়ে গেল "।( বুখারি হাদিস:৩৭৬৮; মুসলিম হাদিস:৮৯৭৫)

মুসলিম উম্মাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম পরিপূর্ণ চরিত্র, সর্বোত্তম আদর্শ ও সুমহান মর্যাদার অধিকারী। দাম্পত্য জীবনে সর্বোত্তম নমুনা এবং নরম প্রকৃতি স্ত্রীর প্রকৃত আবেগ, অনুভূতি ও চাহিদা সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। তিনি স্ত্রীদেরকে এমন অবস্থান

প্রদান করেন যা প্রত্যেক নারী পছন্দ করবে, যার ফলে স্বামীর নিকট সে তার অর্ধাঙ্গিনী তে পরিণত করতে পারে।

তিনি কোন মতেই তেমন ছিলেন না, যা মোনাফিকরা ধারণা পোষন করে থাকে এবং প্রাচ্যবিদরা যে সমস্ত মিথ্যা, অলিক অপবাদ ও বাতিল দাবি করে থাকে। বরং তিনি দাম্পত্য জীবনে সর্বোত্তম ও সহজ সরল পন্থা অবলম্বন করেছিলেন।

এখন আমরা জানবো কেমন ছিলেন তিনি তার স্ত্রীদের সাথে, কেমন ছিলেন তার সন্তানের সাথে, এবং কেমন ছিলেন তার নাতি নাতনিদের সাথে। তাকে অনুসরণ করেই আমরা আমাদের পারিবারিক জীবন গড়ে তুলবো।

## ভালোবাসা প্রকাশ করতেন:

স্বামীরা বিভিন্নভাবে স্ত্রীদের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করলেও অনেক সময় মুখে তা প্রকাশ করতে পারে না। তবে স্ত্রীদের পছন্দ হলো স্বামীরা যেন মাঝেমধ্যে তাদের ভালোবাসার কথা মুখেও প্রকাশ করে। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাঃ ও মুখে ভালোবাসার কথা প্রকাশ করতেন। আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহ বর্ণনা করেন,' আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর কাছে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, মানুষের মধ্যে কি আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয়? তিনি বলেন,আয়েশা'!( বুখারী :৩৬৬২)

## প্রেমময় কথা বলা:

মহিলাদের পছন্দের একটি বিষয় হলো প্রেমময় বা হৃদয় গ্রহী কথা বলে তাদের আনন্দ ও আপ্লুত করা। এতে তারা খুব স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে ও খুশি হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম ও মাঝেমধ্যে তার প্রিয়তম স্ত্রীদের বিভিন্ন প্রেমময় কথা বলতেন। খাদিজা রাদিয়াল্লাহু সম্পর্কে নবীজি সাল্লাল্লাহু সাল্লাম বলেছেন,' আমার মনে তার প্রতি ভালোবাসা ঢেলে দেওয়া হয়েছে '(মুসলিম:২৪৩৫)

**প্রেমময় আচরণ করতেন :**

প্রতিদিনের জীবনে আমাদের নানা রকম ব্যস্ততা রয়েছে। তবে এই ব্যস্ততার ফাঁকে স্ত্রী সঙ্গে প্রেমময় আচরণ করা, আনন্দ দেওয়া এটা ইসলামের শিক্ষা। আয়েশা রাদিয়াল্লাহ বর্ণনা করেন,' আমি ঋতুবতী অবস্থায় পানি পান করতাম এবং পরে নবী অবশিষ্ট টুকু প্রদান করলে আমি যেখানে মুখ লাগিয়ে পান করতাম তিনিও পাত্রে সেই স্থানে মুখ লাগিয়ে পান করতেন। আবার

আমি ঋতুবর্তী অবস্থায় হাড় খেয়ে তা নবী সালামকে দিলে আমি যেখানে মুখ লাগিয়েছিলাম তিনি সেখানে মুখ লাগিয়ে খেতেন'। ( মুসলিম ৫৭৯)

## মধুর নামে ডাকতেন :

স্ত্রীর আসল নাম ছাড়া পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পায় এমন অর্থবহ বৈধ নামে ডাকা নাজায়েজ নয়। বরং ক্ষেত্র বিশেষ তা আবশ্যক। নবীজি সাল্লাল্লাহু সালামের পবিত্র জীবনীতে এর উদাহরণ রয়েছে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাম ভালোবেসে কখনো কখনো আমার নাম 'হুমায়রা' বা 'লাল গোলাপ' বলে ডাকতেন। ( ইবনে মাজাহ ২৪৭৪)

## খেলাধুলা করতেন:

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু বর্ণনা করেছেন, তিনি এক সফরে নবী সমদুল ইসলামের সঙ্গে ছিলেন। তিনি বলেন, আমি তার সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতা করে তার আগে চলে গেলাম। অতঃপর আমি মোটা হয়ে যাওয়ার পর তার সঙ্গে আবারো দৌড় প্রতিযোগিতা করলাম, এবার তিনি আমাকে পিছে ফেলে দিলেন, বিজয়ী হলেন। তিনি বলেন, এই বিজয় সেই বিজয়ের বদলা। ( আবু দাউদ ২৫৭৮)

## পরামর্শ নিতেন :

ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি ও অন্যান্য ব্যক্তিগত বিষয়ে অনেকেই স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করাটাকে অনর্থক মনে করেন। এটা কোনভাবেই উচিত নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাম শুধু ঘরোয়া বিষয়ে নয়, বরং মুসলিম উম্মাহর অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে নিজের স্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন। " হুদায়বিয়ার সন্ধি " নামক ইসলামী ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপটে নবীজি সাঃ স্ত্রী উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহ এর কাছ থেকে পরামর্শ নিয়েছিলেন। পরবর্তী সময় যা অতি কার্যকরী বলে বিবেচিত হয়। ( বুখারী ২৭৩১)

## খরচ করতেন:

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন, পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্ব শীল। এজন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এজন্য যে, তারা তাদের অর্থ স্ত্রীদের জন্য

ব্যয় করে। বিনিময় নেককার স্ত্রীরা হয় অনুগতা এবং আল্লাহ যা হেফাজত যোগ্য করে দিয়েছেন লোক চক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাজত করে।

مَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يُكَلِّفُ اللَّهُ ۚ لَا لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ يُسْرًا عُسْرٍ بَعْدَ آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ

বিত্তশালী  ব্যক্তি তার বৃত্ত অনুযায়ী স্ত্রীর জন্য ব্যয় করবে। যে ব্যক্তি সীমিত পরিমাণে রিযিক প্রাপ্ত, সে আল্লাহ যা দিয়েছেন, তা থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যা দিয়েছেন, তার চেয়ে বেশি ব্যয় করার আদেশ কাউকে দেননি। ‘আল্লাহ কষ্টের পর সুখ দেবেন’। ( সুরা তালাক : আয়াত ৭ )

সহী বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে। রাসূল সাঃ বলেছেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তুমি যে কোন ব্যয় করবে তার প্রতিদান অবশ্যই পাবে। এমনকি খাবারের যে লুকমাটি স্ত্রীর মুখে উঠিয়ে দেবে তার প্রতিদান  ও।

তিনি আরো বলেন,’সর্বোচ্চ অর্থ তাই, যা ব্যক্তি তার পরিবারের জন্য ব্যয় করে খরচ করে’। -সহীহ মুসলিম

উম্মাহাতুল মুমিনিনদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ উম্মুল মুমিনদের উদ্দেশ্য করে কুরআনে কারীমে ৩৩ নম্বর সূরা আল আহযাব এর ২৮ ও ২৯ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ তা'আলা  বলেন,”হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে বল তোমরা যদি পার্থিব জীবন এবং ভোগ বিলাস  কামনা করো তাহলে এসো, আমি তোমাদের ভোগ সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদেরকে বিদায় দেই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তার রাসূল ও আখিরাত কামনা করো তাহলে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল আল্লাহ তাদের জন্য মহা প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন”।

## দায়িত্ববান স্বামী ছিলেন:

সাফিয়া রাদিয়াল্লা ছিলেন খাটো গড়ণের। তাই যখন তিনি বাহনে আরোহন করতেন তখন রাসুলুল্লাহ সাঃ নিজের হাটু পেতে দিতেন। আর সাফিয়া রাদিয়াল্লা সেই হাঁটুতে পা রেখে উটের উপর উঠে বসতেন। (বুখারি হাদিস )

হজের সফরে রাসুলুল্লাহ সাঃ সাফিয়া সহ অন্যান্য স্ত্রীদেরকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। পথে সাফিয়া রাদি আল্লাহ এর উটটি দুর্বল হয়ে পড়ার কারণে আর চলতে পারছিল না। এতে তিনি ভয় পেয়ে যান এবং কান্না শুরু করলেন। খবর পেয়ে রাসুলুল্লাহ সাঃ ছুটে আসেন এবং নিজের জামা ও পবিত্র হাতে তার চোখের পানি মুছে দেন। ( মুসনাদে আহমাদ :৬/৩৩৭)

কি অসাধারণ!পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষটি তার স্ত্রীর সাহায্যে নিজের হাটু বিছিয়ে দিয়েছেন, আর স্ত্রী সে হাঁটুতে পা দিয়ে ভর করে উটের পিঠে চরেছেন।কি চমৎকার ভালোবাসার প্রকাশ! আরেকটি হাদিসে এসেছে, কখনো কখনো সাফিয়া রাদিয়াল্লাহ উটের পিঠে ঘুম ঘুম অবস্থায় হেলে পড়তেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম তার মাথা ধরে রাখতেন।

## রোমান্টিক ছিলেন :

বিভিন্ন হাদিসের মাধ্যমে জানা যায়, রাসুল (সা:) কতটা রোমান্টিক একজন মানুষ ছিলেন। আয়েশা রাযিআল্লাহ বলেন, মসজিদে এতেকাফকালের রাসুল সালাম আমার দিকে তার মাথা ঢুকিয়ে দিতেন আর তার চুল আচড়ে দিতাম। ( বুখারী :২০)

রাসুলুল্লাহ সাঃ বিভিন্ন সময় স্ত্রীদের সঙ্গে বিভিন্ন রোমাঞ্চকর কথা বলতেন। মিষ্টি কথায় তাদের মুগ্ধ করতেন। অনেকেই সরাসরি কিংবা মুখে স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশে লজ্জাবোধ করেন। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাম তার আচরণ ও কাজে ভালোবাসা প্রকাশ করতেন। ভালোবাসা প্রকাশ করা এটা রাসুলের একটা সুন্নাহ।

## ন্যায় বিচারক ছিলেন :

রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম সব সময় প্রত্যেক স্ত্রীর সাথে ন্যায় বিচার করতেন। কারো জন্য বেশি বা কারো জন্য কম করতেন না। সবাইকে সমান চোখে দেখতেন।

এ ব্যাপারে আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহ বলেন-

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম যখন সফর করার ইচ্ছা পোষণ করতেন তখন সব স্ত্রীদের নামে লটারি করতেন,যার নাম উঠতো তাকে তিনি সফর সঙ্গী করতেন,আর প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য পালাক্রমে দিন-রাত বন্টন করতেন"।(বুখারী, হাদিস :২৮৭৯ ;মুসলিম, হাদিস ;২৫৯৩)

## স্ত্রীর কথা মনে করে খুশি হতেন/প্রশংসা করতেন:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম সব সময় খাদিজা রাদিয়াল্লাহুর কথা মনে করে খুশি হতেন, এবং খাদিজা রাঃ এর কথা উঠলে তিনি প্রশংসা করতেন। রাসূল সাল্লাহু সাল্লাম স্ত্রীদের অবদান স্বীকার করতেন তাই তিনি বলেন," মানুষ যখন আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তখন সে আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে, মানুষ যখন আমাকে বঞ্চিত করেছে তখন সে তার সম্পদ

দ্বারা আমাকে সমৃদ্ধ করেছে, আল্লাহ আমাকে তার গর্ব থেকে সন্তান দিয়েছেন যখন তিনি অন্য স্ত্রীদের সন্তান থেকে আমাকে বঞ্চিত করেছেন"।( মুসনাদে আহমাদ :২৪৮৬৪)

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাম আয়েশা রাঃ এর প্রশংসা করে বলেন-
"খাবারের মধ্যে সারিদ যেমন সবার সেরা, নারীদের মধ্যে আয়েশা সবার সেরা"।( বুখারী হাদিস :৩৪১১)

আরেক বর্ণনায় আমর বিন আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার নিকট কোন ব্যক্তি সবচেয়ে প্রিয়?তিনি উত্তরে বলেন: আয়েশা।( বুখারী হাদিস)

## খাদিজা (রা:)র বান্ধবীর জন্য উপহার পাঠাতেন :

খাদিজা রাঃ এর মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাম খাদিজা রাঃ কে প্রচন্ড মনে করতেন। বাড়িতে যখনই কোন পশু জবাই হতো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাম খুঁজে খুঁজে খাদিজা রাদিয়াল্লাহর বান্ধবীদের বাসায় গোস্ত পাঠিয়ে দিতেন। এতে ছিল খাদিজা রাঃ এর স্মৃতিকে অমলিন রাখার চেষ্টা।স্ত্রীর বান্ধবী ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করতেন ও তাদের নিকট উপহার প্রেরণ করতেন।

## স্ত্রীদের চুমু দিয়ে বের হতেন:

রাসুলুল্লাহ সাঃ যখনই ঘর থেকে বের হতেন স্ত্রীদেরকে চুমু দিয়ে বের হতেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন -
"নিশ্চয়ই নবী সাঃ তার কোন এক স্ত্রীকে চুমু দিয়ে ওযু না করেই নামাজের জন্য মসজিদের দিকে বের হয়ে যেতেন"।( আবু দাউদ হাদিস:১৭৯; আহমদ হাদিস :২৫৭৩২

## একই চাদরের নিচে স্ত্রীর সাথে ঘুমাতেন:

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু সাল্লাম স্ত্রীদের সাথে একই চাদরের নিচে ঘুমাতেন।হাদিসের বর্ণনা অনুসারে-"একরাতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর সাথে মায়মুনা রাদিয়াল্লাহ একই চাদরের নিচে শুয়ে ছিলেন। হঠাৎ মাইমুনা রাঃ এর মাসিক শুরু হলে তিনি দ্রুত উঠে পড়েন যাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লামের পবিত্র দেহে রক্ত না লাগে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব বুঝতে পেরে তাকে ডেকে কাছে নিয়ে আসেন। দুজন আবার একই চাদরের নিচে শুয়ে থাকেন”।

## ভালোবাসার প্রমাণ :

একাধিক স্ত্রী থাকলে অনেক সময় স্ত্রীরা স্বামীর কাছে ভালোবাসার প্রমাণ চায়।কি ভাবে প্রমাণ দিতে হয় রাসুলুল্লাহ সাঃ তা আমাদের শিখিয়ে গিয়েছেন। এক বর্ণনায় পাওয়া যায়-
“একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর কাছে সকল স্ত্রীরা জানতে চাইলেন তিনি কাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম বললেন, রাতে তোমাদের কাছে আমি যাকে যেটা দেবো গোপন রেখে সকালে সবাই একসাথে জমা দেবে। তখন বলব কাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি।রাতে সবার ঘরে রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম গিয়ে একটি করে খেজুর দিলেন। সকালে সবাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর নিকট জমা দিতে আসলে সবাই দেখে সবার হাতে একটা জিনিস, একটি খেজুর।তখন সবাই বুঝতে পারলেন রাসূলুল্লাহ সাঃ সবাইকেই সমানভাবে ভালোবাসেন”।সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি

## স্ত্রীর উরুতে মাথা রেখে ঘুমাতেন/তেলাওয়াত শুনতেন:

আয়েশা রাদিয়াল্লাহ বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম আমার কোলে হেলান দিয়ে কুরআন তেলাওয়াত করেছেন। তখন আমি পিরিয়ড অবস্থায় ছিলাম। ( বুখারী :২৯৭)

**স্ত্রীর চাবানো হাড় নিয়ে চুষতেন:**
হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী, আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহ হাড্ডির যে স্থান থেকে কামড় দিয়ে খেতেন তিনিও সেই স্থানে কামড় দিয়ে খেতেন।

## পান করা স্থানে ঠোট লাগিয়ে পান করতেন:

হাদিসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু সালাম এবং আয়েশা (রা:) একই প্লেটে খাবার খেতেন এবং দুজন গ্লাসের একই জায়গায় মুখ লাগিয়ে পানি পান করতেন।( মুসনাদে আহমাদ :৬/২১৭)
কি চমৎকার ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। সুবহানাল্লাহ

## একই পাত্রের পানি দিয়ে স্ত্রীর সাথে গোসল করতেন:

আয়েশা রাদিয়াল্লা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও রাসুল সালাম একই পাত্র থেকে গোসল করতাম যা আমাদের মধ্যে থাকতো। তিনি আমার চেয়ে অগ্রগামী হলে দ্রুত গোসল করে পানি নিলে আমি বলতাম, আমার জন্য রাখুন! আমার জন্য রাখুন!( সহিঃ মুসলিম হাদিস :৩২১)

## স্ত্রীদের সময় দেওয়া :

রাসুলুল্লাহ সাঃ ছিলেন একজন ব্যস্ত মানুষ, কিন্তু তারপরও তিনি তার স্ত্রীদেরকে পর্যাপ্ত সময় দিতেন। তিনি প্রতিদিন সব স্ত্রীর খোঁজ নিতেন এবং সবার সঙ্গে কিছুক্ষণ সময় কাটাতেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত,' ফজরের নামাজের পর নবী সালাম নামাজের স্থানে বসে থাকতেন। সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত লোকেরাও তার চারপাশে বসে থাকতো। অতঃপর তিনি তার প্রত্যেক স্ত্রীর কাছে যেতেন, তাদের সালাম দিতেন, তাদের জন্য দোয়া করতেন আর যার দিন থাকতো তার কাছে গিয়ে বসতেন'।( তীব্রাণী হাদিস :৮৭৬৪)

এছাড়া তিনি প্রতি রাতে সব স্ত্রীদের একত্র করে তাদের খোঁজ নিতেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত, খুব কম দিনই হতো যে রাসূল সাঃ তার সব স্ত্রীর কাছে যেতেন না এবং তাদের সঙ্গে সহবাস ছাড়া ঘনিষ্ঠ হতেন না। ( সুনানে আবু দাউদ হাদিস:২১৩৭)

রাতের বেলায় চারদিক নীরব হয়ে এলে তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহুকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে বের হতেন এবং হাঁটতে হাঁটতে কথা বলতেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহুকে খুশি করার জন্য রাসুলুল্লাহ সাঃ তাকে মাঝে মাঝে গল্প শোনাতেন। আবার কখনো কখনো আয়েশা রাদিয়াল্লাহু এর গল্প শুনতেন।

## স্ত্রীদের অনুভূতির ব্যাপারে সচেতন ছিলেন :

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম প্রিয়তমা স্ত্রীদের অনুভূতির দিকেও সব সময় সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। নিজের জীবনে দুঃখ কষ্টের কোন শেষ ছিল না,তবুও স্ত্রীদের কোন কষ্ট নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর নজর এড়াতো না। ইসলাম গ্রহণের পর হযরত সাফিয়া রাদিয়াল্লাহকে কেউ কেউ ইহুদীর কন্যা বলে কটাক্ষ করলে তিনি খুব কষ্ট পেতেন। তিনি বলেন সাফিয়া (রা:)কে, যারা তোমাকে ছোট করতে চায় তাদেরকে বল "তুমি একজন নবীর হারুন আলাইসাল্লাম এর কন্যা, একজন নবী মূসা আঃ তোমার চাচা, আরেকজন নবী তোমার স্বামী। তাহলে কিভাবে তারা তোমার থেকে উত্তম হয়? মাসিকের সময় অনেক স্বামী আছেন

যারা স্ত্রীদের কাছ থেকে দূরে থাকেন কিন্তু এই সময় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু এর কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকতেন।

**স্ত্রীদের অল্পে তুষ্টিতে অভ্যস্ত করতেন :**

রাসুল সাঃ এর স্ত্রীগণের অধিকাংশ স্ত্রী ছিলেন বড় ঘরের মেয়ে।কিন্তু তারা হযরত মুহাম্মদ সাঃ এর শিক্ষাগুনে সবাই হয়ে উঠেছিলেন অল্পে তুষ্ট ও সহজ সরল জীবন যাপনে অভ্যস্ত। রাসূল সাল্লাল্লাহু সাল্লাম এর সকল স্ত্রীগণের আলাদা কক্ষ ছিল।যেগুলি আল্লাহ পাক হুজরাত বা কক্ষ সমূহ নামে অভিহিত করেছেন।(হুজরাত:৪৯/৪;আহজাব;৩৩/৩৪) কিন্তু কক্ষগুলো ছিল খুবই ছোট। কিন্তু তারা তা মেনে নিয়েছিল।

## স্ত্রীর সাথে দাওয়াতে যেতেন:

যদি কেউ রাসূল সাল্লাল্লাহু সালামকে দাওয়াত দিতেন তাহলে তিনি তার স্ত্রীদেরকেও সাথে করে দাওয়াতে নিয়ে যেতেন।

## স্ত্রীর সাথে সফরে যেতেন :

রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম স্ত্রীদেরকে নিয়ে সফরে যেতেন।এজন্য তিনি লটারির মাধ্যমে নির্বাচন করতেন কোন স্ত্রীকে সাথে করে নিয়ে যাবেন।

## স্ত্রীদের গায়ে কখনো হাত তোলেননি :

নুর সাল্লাল্লাহু সাল্লাম কখনোই স্ত্রীদের শারীরিক বা মানসিকভাবে আঘাত করেননি।কোন কারনে তিনি রেগে গেলে চুপ হয়ে যেতেন এবং তার চেহারা মোবারক লাল হয়ে যেত। কিন্তু তিনি কোন পটু কথা বলতেন না। উল্লেখ্য তিনি রাগের সঙ্গত কারণ ছাড়া রাগ করতেন না, আল্লাহর হুকুম আহকাম এবং হালাল হারাম বিষয় ছাড়া সহজে তিনি রাগ করতেন না।

**স্ত্রীদের সমালোচনা করেননি:**

আজকাল স্বামীদেরকে দেখা যায়,স্ত্রীদের কোন ভুল ত্রুটি পেলেই সাথে সাথে সমালোচনা করতে শুরু করে। কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাঃ কখনোই স্ত্রীদের সমালোচনা করেননি।কারো সামনে স্ত্রীদের পরনিন্দা করেননি।

## স্ত্রীদের অন্যায় আচরণ সহ্য করতেন না :

রাসূল ছিলেন হাস্যজ্জল চেহারা ও সুন্দর আচরণের অধিকারী। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার সামনে কেউ যদি আল্লাহর শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ করত তাহলে তার চেহারা পরিবর্তিত হয়ে যেত।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন,
একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কোন এক সফর থেকে ফিরে আসলেন,আর আমি আমার ঘরে ছবিযুক্ত কাপড় দ্বারা পর্দা লটকিয়ে ছিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম তা দেখে তার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে যায় এবং তা নষ্ট করে বলেন, হে আয়েশা!যারা কোন জীবের ছবি আঁকাবে কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে তাদের কঠিন আজাব হবে। (বুখারি হাদিস :৫৯৫৪: মুসলিম হাদিস:২১০৭)

এ হাদিসের মাধ্যমে বুঝা যায়, ঘরবাড়িতে ছবি রাখা হারাম যদি তা দেখা যায়। আর তার চেয়ে ভয়াবহ হলো : যদি তা দেয়ালের সাথে লটকানো হয় অথবা ঘরবাড়ির কোন আলমারি ও শোকেসে যদি মূর্তি বা পুতুল রাখা হয়। এতে করে গুলা তো হবেই রহমতের ফেরেশতাও ঘরে প্রবেশ করবে না।

## স্ত্রীরা অসুস্থ হলে রুকাইয়া করতেন/সান্ত্বনা দিতেন:

স্ত্রীরা অসুস্থ হলে তিনি নিজে তাদের রুকিয়া করে দিতেন। তিনি স্ত্রীদের সর্বোচ্চ শালীনতা দেখিয়েছেন, তিনি ছিলেন ন্যায় ও ইনসাফ কারী। বিদায় হজের সময় নবীজির সালাম লক্ষ্য করলেন যে আয়েশা রাদিয়াল্লাহ কাঁদছেন। তিনি বুঝতে পারলেন, আয়েশা রাদিয়াল্লাহ এর মাসিকের সময় শুরু হয়েছে। তাকে সান্তনা দিয়ে বললেন,” সকল নারীদের জন্যই আল্লাহ এটা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। হজ করতে যা করা প্রয়োজন তুমি তার সবই করো, শুধু তাওয়াফ টা করোনা”।

## ঘরের কাজে সাহায্য করতেন :

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইসালাম স্ত্রীদের কাজে সহযোগিতা করতেন।এ সম্পর্কে আয়েশা রাদিয়াল্লাহ বলেন,”নবী সাঃ জুতা ঠিক করতেন, কাপড় সেলাই করতেন এবং তোমরা যেমন ঘরে কাজ কর তেমনি কাজ করতেন”।( মুসনাদে আহমদ :২৫৩৮০)

## স্ত্রীদের জন্য নিজেকে পরিপাটি রাখতেন :

রাসূল সাল্লাল্লাহু সাল্লাম স্ত্রীদের জন্য নিজেকে পরিপাটি করে রাখতেন। নিজের চুল আঁচরাতেন, দাঁত পরিষ্কার করতেন, সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম যখন বাড়িতে প্রবেশ করতেন তখন সর্বপ্রথম তিনি মিসওয়াক করতেন।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অর্জন করে পরিবারের অভ্যর্থনার প্রস্তুতি কতই না সুন্দর কাজ!

## সালাম যানিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করতেন:

রাসুল সাঃ নিম্নের দোয়াটি পাঠ করে বাড়ির লোকদের সালাম জানিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করতেন :

অর্থাৎ আল্লাহর নামে প্রবেশ করলাম এবং আল্লাহর নামে বাহির হয়েছিলাম ও আমাদের প্রতিপালকের উপর ঐ ভরসা করি।

আল্লাহ আমাদেরকে বাড়ির লোকদেরকে সালাম জানিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করার তৌফিক দান করুন। এ সুন্দর প্রথার পরিবর্তে যারা পরিবারের লোকদেরকে গালিগালাজ করতে করতে বাড়িতে প্রবেশ করে তাদের মতো যেন আমরা না হই।

**দাম্পত্য জীবনে পালনীয় কিছু সুন্নাহ সমূহ :**

১. স্ত্রী গ্লাসের যে স্থানে ঠোঁট রেখে পানি পান করে, এর স্থানে ঠোট রেখে পানি পান করা সুন্নাহ। ( মুসলিম শরীফ হাদিস :৫৭৯)

২.স্বামী স্ত্রীর একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করা সুন্নাহ ( মুসলিম হাদিস শরীফ : ৬২০ )

৩. স্ত্রীর থেকে চুল আঁচলে নেয়া সুন্নাহ। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহ রাসুল সালাম এর চুল আঁচড়ে দিতেন ( বুখারী শরীফ : ২৯৫)

৪.স্ত্রীর প্রশংসা করা সুন্নাহ।( বুখারী হাদিস ৫২২৯, ৩৪১১)

৫.স্ত্রীর সঙ্গে খেলার প্রতিযোগিতা করা সুন্নাহ।(ইবনে মাজাহ হাদিস ১৯৭৯ আবু দাউদ হাদিস ২৫৭৮)

৬.স্ত্রীর মুখের খাবার খাওয়া সুন্নাহ।(মুসলিম  হাদিস ৫৭৯)

৭.শাওয়াল মাসে বিবাহ করা সুন্নাহ।(তিরমিজি হাদিস ১০৯৩)

৮.স্ত্রীকে সুন্দর নামে ডাকা সুন্নাহ।(রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু হুমায়রা বলে ডাকতেন)

৯.স্ত্রীর মুখে খাবারের লোকমা তুলে দেওয়া সুন্নাহ।(আবু দাউদ হাদিস ২৮৬৪)

১০ স্ত্রীকে কখনো মারধর না করা সুন্নাহ (রাসুল সাঃ কখনো স্ত্রীদের গায়ে হাত তোলেননি)

## পিতা হিসেবে যেমন ছিলেন :

একজন মুমিনের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর জীবনাদর্শ অনুসরণীয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

تُرۡحَمُوۡنَ لَعَلَّكُمۡ الرَّسُوۡلَ وَاَطِيۡعُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقِيۡمُوا

’নামাজ কায়েম করো, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য কর,আশা করা যায় তোমাদের প্রতি করুনা করা হবে’’।(সূরা আন নূর আয়া ৫৬)

আরো বর্ণিত হয়েছে,

رَّحِيۡمٌ غَفُوۡرٌ ذُنُوۡبَكُمۡ ؕ وَاللّٰهُ لَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ اللّٰهُ يُحۡبِبۡكُمُ فَاتَّبِعُوۡنِىۡ اللّٰهَ تُحِبُّوۡنَ كُنۡتُمۡ اِنۡ قُلۡ

‘হে নবী!লোকদের বলে দাও, যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ কর,আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন।তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়’।তাদেরকে বল,’আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য কর’’(সূরা আল ইমরান ৩১)

তাই আমাদের উচিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লামকে সকল অবস্থায় অনুসরণ ও অনুকরণ করা।পিতা হিসেবে ও তিনি ছিলেন আমাদের অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়।

## নবীজির সন্তান :

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর সন্তানদের মধ্যে রয়েছে তিনজন পুত্র ও চারজন কন্যা।আম্মাজান খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন প্রায় সবগুলো সন্তানই।কেবল একটি পুত্র সন্তান ব্যতীত যিনি মারিয়া আলি কিবরিয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু সাল্লাম এর একটি দত্তকপুত্র ছিলেন যার নাম জায়েদ ইবনে হারেসা।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু সাল্লাম এর সন্তান ছিলেন “কাসিম” যিনি ৫৯৮ জন্ম, এবং ৬০১ মৃত্যু।

- জয়নাব জন্ম ৫৯৯ ও মৃত্যু ৬২৯।
- রুকাইয়াহ জন্ম ৬০১ ও মৃত্যু ৬২৪।
- উম্মে কুলসুম জন্ম ৬০৩ ও মৃত্যু ৬৩০।
- ফাতিমা ৬০৫ জন্ম ও মৃত্যু ৬৩২।
- আবদুল্লাহ জন্ম ৬১১ ও মৃত্যু ৬১৩।
- ইব্রাহিম জন্ম ৬৩০ ও মৃত্যু ৬৩২।

## সুন্দর ও অর্থবহ নাম রাখতেন :

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম তার সন্তানদের সুন্দর ও অর্থবহ নাম রাখতেন। সন্তানের সুন্দর অর্থবহ নাম রাখা সুন্নাহ। সুন্দর নাম একজন সন্তানের উপর প্রভাব পড়ে।আমরা তার সন্তানদের নামের দিকে খেয়াল করলে দেখতে পাই, সবগুলো নামই অনেক সুন্দর ছিল। নবী সাঃ সব সময় সুন্দর অর্থবহন নাম রাখার ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন এবং মন্দ অর্থের নাম পেলে তা বদলে নতুন নাম দিতেন।

সুফিয়ান আস সাওরি রাদিয়াল্লাহ বলেন,”পিতার উপর সন্তানের অধিকার হলো তিনি তার জন্য সুন্দর নাম ঠিক করবেন। প্রাপ্তবয়স্ক হলে বিয়ে দেবেন, হজ করার জন্য সম্পদ দিয়ে সাহায্য করবেন এবং তাকে ভালো ব্যবহার ও আদব শিক্ষা দেবেন”।

## সন্তানদের ভালবাসতেন :

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম সন্তানদেরকে পিতা হিসেবে যথেষ্ট ভালবাসতেন।মেয়েদেরকে বেশি ভালোবাসতেন। তিনি তাদের ব্যাপারে অনেক খুশি ছিলেন এবং আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানাতেন।তাদের যথার্থ বেড়ে ওঠার ব্যাপারে তিনি খেয়াল রাখতেন।

ن عائشة رضي الله عنها قالت :دَخَلَت عَلَيَّ امرأة ومعَهَا ابنَتَان لَهَا، تَسْأَل فَلَم تَجِد عِندِي شَيئًا غَير تَمرَة وَاحِدَة، فَأَعْطَيتُهَا إِيَّاهَا فَقَسَمتْهَا بَينَ ابنَتَيهَا وَلَم تَأكُل مِنهَا، ثُمَّ قَامَت فَخَرَجَت، فَدَخَل ،النبي صلى الله عليه وسلم علينا، فَأَخْبَرتُه فقال :»مَنْ ابْتُلِيَ مِنْ هذه البنَاتِ بِشَيءٍ فأَحْسَن إِلَيهِنَّ «كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِن النَّار.

[صحيح [- ]متفق عليه، واللفظ للبخاري]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মহিলা তার দু'টি মেয়ে সঙ্গে নিয়ে আমার নিকট ভিক্ষা চাইল। অতঃপর সে আমার নিকট একটি খুরমা ব্যতীত কিছুই পেল না। সুতরাং আমি তা তাকে দিয়ে দিলাম। মহিলাটি তার দু'মেয়েকে খুরমাটি ভাগ ক'রে দিল এবং সে নিজে তা থেকে কিছুই খেল না, অতঃপর সে উঠে বের হয়ে গেল। ইতোমধ্যে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন। আমি তাঁকে বিষয়টি জানালাম। তখন তিনি বললেন, "যাকে এই কন্যা সন্তান দিয়ে কোন পরীক্ষায় ফেলা হয়, তারপর যদি সে তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে, তাহলে এ কন্যারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে অন্তরাল হবে।"
[সহীহ] - [মুত্তাফাকুন আলাইহি (বুখারী ও মুসলিম), তবে শব্দ সহীহ বুখারীর।]

## জন্মের দিনেই সন্তানদের নাম ঠিক করতেন :

আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহ থেকে বর্ণিত,নবীজি (সা:) বলেন,"আজ রাতে আমার এক ছেলের জন্ম হয়েছে আমি তার নাম আমার পিতা ইব্রাহিমের নামে রাখলাম"।(মুসলিম হাদিস ২৩১৫)

## কন্যাদের সর্বোত্তম মানুষের সাথে বিয়ে দিয়েছেন:

নবীজি (সা:)তাঁর কন্যাদেরকে সেই সময়ের সর্বোত্তম মানুষদের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন।কুরাইশ গোত্রের আবুল আস ইবনে আর রাবির সাথে তার মেয়ের যায়নাবের বিয়ে দেন।

রুকাইয়ার সাথে ওসমান ইবনে আফফানের বিয়ে দেন। তার অন্যতম গুন ছিল লজ্জাশীলতা। তাকে নবীজি সাঃ অনেক শ্রদ্ধা করতেন এবং ভালোবাসতেন। তিনি তাকে জান্নাতে সুসংবাদও দিয়েছিলেন। এমনকি রুকাইয়ার মৃত্যুর পর নবীজি সাঃ উম্মে কুলসুমের সাথে ওসমানের বিয়ে দেন।তিনিও উসমানের জীবদ্দশায় ইন্তেকাল করেন।

আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু তরুণদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। নবীজি তার সাথে তার মেয়ে ফাতিমার বিয়ে দিয়েছিলেন।

## বিয়ের সময় মেয়েদের মতামত নিতেন:

আতা ইবনে রাবাহ রাদিয়াল্লাহ থেকে বর্ণিত, যখন আলী রাদিয়াল্লাহ ফাতেমাকে বিয়ে করার ব্যাপারে নবীজিকে প্রস্তাব দিলেন, তখন তিনি ফাতিমাকে বললেন 'আলী তোমার কথা বলেছে। ফাতিমা নীরব থাকলেন(সম্মতি দিলেন)'। এরপর নবীজি(স:) তার সাথে আলীর বিয়ে দিলেন।(আততাবাকাত গ্রন্থে ইবনে সাদ ২০/৮)

ফাতিমার নীরবতাই ছিল বিয়েতে তার সম্মতি।এ ব্যাপারে নবীজির বলেন, "কুমারী মেয়ে তার সম্মতি না দিলে তাকে বিয়ে দেওয়া উচিত নয়"।তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, "কিভাবে সে সম্মতি দেবে? তিনি উত্তর দিলেন,"তার নীরবতাই তার সম্মতি "।(বুখারী ৫১৩৬ মুসলিম ১৪১৯)

## মোহরের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতেন না :

নবীজির মেয়েদের বিয়েতে খুব বেশি মোহরানা নির্ধারণ করতেন না।ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত, আলী রাদিয়াল্লাহু বলেন,"আমি ফাতিমাকে বিয়ে করলাম। আমাকে নবীজি বললেন তাকে কিছু দাও। আমি বললাম আমার তো কিছুই নেই। তখন নবীজির বললেন তোমার হুতামি বর্মটা কোথায়?আমি বললাম আমার সাথে আছে। তিনি তাকে সেটি দিতে বললেন"।(আবু দাউদ ২১২৫ ও নাসাঈ ৩৩৭৫)

## বিয়েতে ভোজের আয়োজন করতেন:

বুরাইদা থেকে বর্ণিত,যখন আলী রাদিয়াল্লাহ নবীজির কাছে ফাতেমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলেন,তখন তিনি বললেন,"বিয়েতে অবশ্যই ভোজের আয়োজন থাকতে হবে"।তখন সাদ রাদিয়াল্লাহ বললেন যে, তিনি একটি ভেড়া আনবেন, অন্য আরেক সাহাবী বললেন, তিনি অমুক পরিমাণ গম আনবেন "।(আহমদ ২২৫২৬)

নবীজি সাল্লাল্লাহু সালামের সুন্নত ছিল বিয়ের পরপরই ভোজের আয়োজন করা। তবে এটি বিয়ের আগে, বিয়ের সময় বা বিয়ের পরেও করা যেতে পারে।

## কন্যাদের উপহার পাঠাতেন:

আলী রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত, যখন নবীজি সালমান সালাম ফাতিমাকে তার সাথে বিয়ে দিলেন, তখন তিনি তার সঙ্গে একটি জামা, খেজুর ছোবড়া ভরা চামড়ার একটি বালিশ, দুটো যাতা এবং দুটো পাত্র দিয়েছিলেন। (আহমদ ৮২১)

আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু বলেন, নবীজি আমাকে রেশমের একটি কাপড় দিলেন। আমি সেটা পড়ে বেরিয়ে এলাম। আমাকে দেখে নবীজির (সা)বললেন,"আলী, আমি তোমাকে এটি পড়ার জন্য দেইনি। এটি দিয়ে ফাতিমাদের মাথার ওড়না বানিয়ে দিও "।(বুখারী ২৬১৪ ও মুসলিম ২০৭১ এবং আহমদ ৭১২)

এসব উদাহরণ থেকে বিয়েকে সহজ করা শিক্ষা পাই আমরা। বিয়ের প্রস্তুতি হতে হবে প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুযায়ী। কোনে কিংবা বর কারো উপরও এমন বোঝা চাপানো উচিত নয়, যা তার জন্য জুলুম হয়ে দাঁড়াবে।

## বিয়ের পর ও কন্যাদের যত্ন নিতেন:

নবীজি(সা) বিয়ের পরও তার কন্যাদের যত্ন নিতেন।কোন কিছুতেই তিনি তাদের ব্যাপারে অমনোযোগী হতেন না, তার কঠিনতম সময়ও তিনি তাদের খোঁজখবর নিতে ভুলে যেতেন না। বদরের যুদ্ধে বের হওয়ার সময় তার মেয়ে রুকাইয়া অসুস্থ হয়ে পড়লেন। নবীজি উসমান ইবনে আফফানকে রুকাইয়া সেবার জন্য মদিনায় রেখে গেলেন। শুধু তাই নয়, যুদ্ধের গনিমতের একটি অংশ তাকে দিলেন এবং অন্যদের সমপরিমাণ যুদ্ধের সওয়াবও তিনি পাবেন বলে আশ্বস্ত করলেন।

## কন্যাদের ধৈর্যধারণের শিক্ষা দিতেন:

ওসামা ইবনে জায়েদ থেকে বর্ণিত, নবীজিকে তার এক মেয়ে ডেকে পাঠালেন এই বলে যে,"তার ছেলে মৃত্যু শয্যায়। এটি শুনে নবীজি তাকে সালাম জানিয়ে বার্তা পাঠালেন, আল্লাহ যা কিছু দিয়েছেন, সবই তার, তিনি যা কিছু নিয়ে যান,সেসব ও তো তার। সব কিছুরই একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা আছে, তাই তাকে ধৈর্যধারণ এবং আল্লাহর কাছে সাওয়াব প্রার্থনা করতে বল"।

## নিজের কাজের ব্যাপারে দায়িত্বশীল হতে বলতেন:

নবীজি একবার ফাতিমাকে বললেন,"ফাতিমা, জাহান্নাম থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখো। আমি তোমাকে আল্লাহর কাছ থেকে রক্ষা করতে পারবো না "।(বুখারী ২৭৫৩ ও মুসলিম ২০৪)

## সন্তানের বিচ্ছেদের দুঃখিত হতেন:

যদি কেউ তার সন্তানের মৃত্যুর মাধ্যমে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, তবে তার মনে রাখা উচিত, নবীজির জীবদ্দশাতে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহ ছাড়া তার সব সন্তান ইন্তেকাল করেন।তাদের মৃত্যুতে নবীজি কষ্ট পেতেন, তার চোখ কান্নায় ভিজে যেত, কিন্তু তারপরও আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, এমন কথায় তিনি বারবার মুখে উচ্চারণ করতেন।

আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহ বলেন,মহানবীর কন্যা উম্মে কুলসুম মারা যাবার পর তিনি নবীজিকে তার কবরের পাশে বসে থাকতে দেখেছিলেন এবং সে সময় তার চোখ ও অস্রুতে পূর্ণ ছিল।(বুখারী ১২৮৫)

আনাস ইবনে মালিক বলেন, আমরা তামার আবু সাইফের ঘরে গেলাম। তার স্ত্রী নবিজির পুত্র ইব্রাহিমকে দুধ পান করাতো।নবীজি ইব্রাহিম কে কোলে নিয়ে চুমু খেলেন এবং তার ঘ্রাণ নিলেন। পরে ইব্রাহিমের মৃত্যুর সময় আমরা তার সাথে ছিলাম, তিনি তখন কাঁদছিলেন।

এটি দেখে আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু বললেন, আপনিও,আল্লাহর রাসূল! শুনে তিনি জবাব দিলেন,"ইবনে আউফ, এ তো করুনার কান্না "।"চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে, অন্তর কষ্টে দুমড়ে মুছরে ওঠে,কিন্তু আমরা রব কে সন্তুষ্ট করে এমন কথা ছাড়া আর কোন কথা বলবো না।ইব্রাহিম, তোমার চলে যাওয়াতে তো আমরা কষ্ট পেয়েছি "।(বুখারী ১৩০৩)

## কন্যারা বেড়াতে এলে স্বাগত জানাতেন:

আয়েশা রাদিয়াল্লাহ বলেন, "যখন ফাতিমা নবীজির বাসায় বেড়াতে আসতেন, তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তাকে চুমু দিতেন এবং তার জায়গায় তাকে বসতে দিতেন।আর যখন নবীজি ফাতেমাকে দেখতে যেতেন, ফাতেমা উঠে দাঁড়িয়ে তাকে চুমু দিতেন এবং তার জায়গায় তাকে বসতে দিতেন "। (আবু দাউদ ৫২১৭ ও তিরমিজি ৩৮৭২)

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত, ফাতিমা রাদিল্লাহ একদিন নবীজির মত করে হেটে আসছিল। তাকে দেখে নবীজি বললেন" স্বাগতম, আমার মেয়ে! "তারপর তিনি তাকে তার ডানে বাবা আমি বসতে দিলেন "। (বুখারী ৩৬২৪ ও মুসলিম ২৪৫০)

## নাতিদের সাথে মহানবী:

পরিবারে উষ্ণ ভালবাসা আর মমতা গেরা পরিবেশ সন্তানদের সুষ্ঠুভাবে বেড়ে ওঠার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। এতে তাদের মাঝে সুন্দর আখলাক ও মহৎ গুণের বিকাশ হয়। নবীজির নাতিরা এমনই এক অসাধারণ পরিবেশে তার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হয়েছেন।তার কথাও ব্যবহার থেকে তারা শিখেছেন মানবতার মহৎ গুণাবলী। ইতিহাসের পাতায় তারা স্মরণীয় হয়ে আছেন তাদের উদারতা ও অবদানের জন্য। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষের কাছে দীক্ষিত হয়ে এমন মানুষ গড়ে উঠবে, এমনটা হওয়াই তো স্বাভাবিক।

## মহানবীর নাতি নাতনি:

আল্লাহর নবীর সাতজন নাতি নাতনি ছিলেন। তারা হলেন -

**হাসান ইবনে আলী :**

আলী ইবনে আবু তালিব ও ফাতিমা রাদিয়াল্লাহর প্রথম পুত্র ছিলেন হাসান রাদিয়াল্লাহ। তার সাথে নবীজির অবয়বগত দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি মিল ছিল।৩ হিজরিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪৯হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।নবীজির মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল সাত বছর।

## হুসাইন ইবনে আলী :

আলী ও ফাতিমার দ্বিতীয় পুত্র হুসাইন। ৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬১ হিজরী ইন্তেকাল করেন।

## উম্মে কুলসুম বিনতে আলী:

নবীজির মৃত্যুর আগে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। উমার ইবনে খাত্তাব তাকে বিয়ে করেন।জায়েদ ইবনে ওমর ও রুকাইয়া নামে তাদের দুই সন্তান হয়। তিনি ও তার পুত্র জায়েদ দুজনেই ৭৫হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

## যায়না বিনতে আলী:

নবীজির জীবদ্দশায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে জাফরের সাথে তার বিয়ে হয়। আব্দুল্লাহর স্ত্রী থাকা অবস্থাতেই তিনি কয়েক সন্তানের জন্ম দেন এবং ইন্তেকাল করেন। যায় না আবু আব্দুল্লাহ ইবনে জাফরের অনেক বংশধর এখনো বেঁচে আছেন।

## আব্দুল্লাহ ইবনে ওসমান:

তিনি রুকাইয়ার ছেলে ছিলেন। হাবসায় জন্মগ্রহণ করেন। ছয় বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন।

## উমামা বিনত আল আস:

তিনি নবীজির কন্যা যায়নাবের মেয়ে ছিলেন।ফাতিমার মৃত্যুর পর আলী রাদিয়াল্লাহু তাকে বিয়ে করেন, আলীর মৃত্যুর পর মুগিরা ইবনে নওফেলের সাথে তার বিয়ে হয়।

## আলী ইবনে আল আস:

তিনি উমামার সহোদর ভাই।বালেগ হওয়ার আগেই নবীজির জীবদ্দশায় তিনি ইন্তেকাল করেন।

নবীজির মেয়ে ফাতেমার দুই ছেলে হাসান হোসেনের মাধ্যমে নবীজির বংশধারা এখনো চালু আছে।হাসানের বংশধরদের হাসানী বলা হয় এবং হুসাইনের বংশধরদের হুসাইনি বলা হয়।

নাতি নাতনিদের সাথে নবীজির (সা:) তার সন্তানদের মতোই মমতা ও ভালোবাসা পূর্ণ আচরণ করতেন।

## তাহনিক করতেন:

নবীজির স্ত্রী আয়শা থেকে বর্ণিত,বাচ্চাদের তার কাছে আনা হতো। তিনি তাদের জন্য দোয়া করতেন এবং তাহানিক করতেন। (মুসলিম হাদিস ২৩১৬)

নববী রাহমাতুল্লাহ বলেন,”তাহানিক হলো, খেজুর বা এরকম কিছু চিবিয়ে শিশুর মুখের তালুতে লাগিয়ে দেওয়া। খেজুর ছাড়াও এটি করা যায়। তবে খেজুর দিয়ে করায় উত্তম, কারণ এর মিষ্টতা বাচ্চাদের জন্য উপকারী।(মুসলিম গ্রন্থের ১২৪ /১৪ ব্যাখায় নববী রাহমাতুল্লাহ)

## নাতি প্রস্রাব করলে রেগে যেতেন না:

আবুল লাইলা বলেন,আমি নবীজির সঙ্গে ছিলাম আর হাসান কিংবা হুসাইন তার বুক বা পেটের উপর শুয়ে ছিল।আমি দেখলাম, সে প্রস্রাব করে দিচ্ছে, তাই আমি তাকে নিতে উঠে দাড়ালাম। নবীজি বললেন, “থাক, তাকে ভয় পাইয়ে দিও না। প্রস্রাব করা শেষ করতে দাও তাকে “।এরপর তিনি সেটা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেললেন এবং প্রস্রাব পানির সাথে ধুয়ে চলে গেল।(আহমাদ ১৮৫৮০)

## নাতিদের কাধে বা পিঠে নিতেন:

আবু কাতাদা আল আনসারী থেকে বর্ণিত,”তিনি নবীজিকে সালাতে ইমামতি করতে দেখলেন।এ সময় তার কাঁধে যায়নাভের মেয়ে উমামা বিনতে আবুল আস তার কাঁধে চড়েছিল।যখন তিনি রুকুতে যেতেন তাকে নামিয়ে রাখতেন, আর সিজদা থেকে উঠে তাকে আবার তুলে নিতেন”।(বুখারী ৫১৬ ও মুসলিম ৫৪৩)

আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত,”নবীজি এক কাঁধে হাসান, আরেক কাঁধে হোসাইনকে নিয়ে বাইরে বের হলেন। তাদেরকে চুমু দিলেন।এভাবে লোকদের কাছে পৌঁছলে একজন বলে উঠলো,আল্লাহর রাসূল,আপনি তাদের ভালোবাসেন!নবীজি সালাল্লাহ সালাম বললেন,যে তাদের ভালোবাসে,সে আমাকে ভালবাসে।যে তাদের ঘৃণা করে,সে আমাকে ঘৃণা করে “।

আবু হুরায়রা রাঃ বলেন,”নবীজির সাথে আমরা এশার সালাত আদায় করছিলাম।তিনি সেজদায় গেলে হাসান হোসাইন তার পিঠের উপর চড়ে বসছিল। সিজদা থেকে মাথা তোলার সময় আলতো করে তিনি তাদের মাটিতে নামিয়ে দিচ্ছিলেন। এরপর তিনি আবার সিজদায় গেলে আবার তারাপীঠে চড়ে বসছিল। এভাবেই তিনি সালাত শেষ করলেন। এর পর তাদেরকে কোলে নিয়ে বসে ছিলেন।আমি তার কাছে গিয়ে বললাম,’আল্লাহর রাসূল আমি তাদের বাসায় রেখে আসছি ‘।তখন আকাশে বজ্রপাত হলো। নবীজি তাদের বললেন, “তোমরা দুজন মায়ের কাছে যাও “।তাদেরকে বাসায় পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত আকাশে বজ্রপাত হচ্ছিল “।

## খেলাধুলা করতেন:

সাদ্দাদ ইবনে আল হাদ থেকে বর্ণিত,”নবীজি সালাম মাগরিব বা এশার সালাতের জন্য বেরিয়ে এলেন। তার কোলে হাসান বা হোসেন রাদিয়াল্লাহ ছিল।তিনি সামনে গিয়ে তাকে রেখে সালাত শুরু করলেন। সালাতে তিনি অনেক লম্বা সিজদা দিতেন। আমি সিজদা থেকে মাথা তুলে দেখলাম, বাচ্চাটি তার পিঠে বসে আছে তার সিজদা করার সময়।আমি আমার মাথা আবার নামিয়ে ফেললাম।সালাত শেষে নবীজিকে লোকেরা বলল,আল্লাহর রাসূল,আপনি একটি সিজদা অনেক লম্বা করেছিলেন আমরা ভেবে বসলাম, কোন খারাপ কিছু ঘটেছে (মৃত্যু বা অসুস্থতা)কিংবা আপনার উপর ওহি এসেছে। নবীজি উত্তর দিলেন,কোনোটিই না,বরং আমার বাচ্চা(নাতি)আমার পিঠে চড়েছিল।তার খেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি নড়তে চাচ্ছিলাম না”। (নাসাই ১১৪১)

ইয়ালা ইবনেমুররা রাদিয়াল্লাহ বলেন,নবীজি(সা:)সাথে কয়েকজন রাতের খাবারের দাওয়াতে যাচ্ছিলেন।পথিমধ্যে হোসেনকে খেলতে দেখতে পেলেন।নবীজি অন্যদের থেকে এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন।হুসাইন হাসতে হাসতে দৌড়ে এলে নবীজি তাকে কোলে তুলে নিলেন।তিনি হুসাইনের থুতনির নিচে এক হাত রাখলেন আর তার মাথার পিছনে আরেক হাত রেখে চুমু দিলেন।তিনি তারপর বললেন, “হুসাইন আমার, আমি হুসাইনের।যে হোসেনকে ভালোবাসে,আল্লাহ যেন তাকে ভালোবাসেন।হুসাইন যেন নিজেই এক জাতি“।(ইবনে মাজাহ ১৪৪ ও তিরমিজি ৩৭৭৫)

## মসজিদে নিয়ে যেতেন:

আবুবাকরা রাঃ বলেন,আমি নবীজিকে মিম্বরের উপর দাঁড়ানো দেখলাম। তার পাশে হাসান ছিল। সে নবীজি আর তার সামনের মানুষের মাঝে ছোটাছুটি করছিল। তিনি বললেন, “আমার এই বাচ্চা একদিন নেতৃত্ব দান করবে এবং মুসলিমদের দুটো বিশাল দলের মাঝে সে সমঝোতা করে দেবে “। (বুখারী ২৭১৪)

বুরাইদা ইবনে হুসাইব রাদিয়াল্লাহ থেকে বর্ণিত, নবীজি খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় তার সামনে লাল জামা পড়ে এসে হাসান-হুসাইন একজন আরেকজনের উপর পড়তে লাগলো এবং আবার উঠতে লাগলো।নবীজি মিম্বর থেকে নেমে এসে তাদেরকে কোলে নিয়ে আবার মেম্বারে উঠলেন এবং বললেন,

(إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

"আল্লাহ সত্য বলেছেন তোমাদের সম্পদ ও সন্তান তোমাদের জন্য পরীক্ষা"।(আল কুরআন সূরা আত-তাগাবুন ৬৪:১৫)
আমি এ দু'জনকে দেখে ধৈর্য ধরে রাখতে পারলাম না"।এরপর তিনি তার খুতবায় ফিরে গেলেন।

## নাতিদেরকে চুমু দিতেন :

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহ বলেন,"নবীজি সালাম আক্রা ইবনে হাবিস আত তামিমির সামনে হাসান ইবনে আলীকে চুমু খেলেন।আকরা বলল 'আমার দশটি সন্তান আছে,আমি কখনো তাদের চুমু দেইনি'।নবীজি (সা:)তার দিকে তাকিয়ে বলেন,"যার মাঝে রহমত নেই,তাকে রহমত দেখানো হবে না "।

হাদিস থেকে বোঝা যায়, বাচ্চাকে চুমু দেওয়া, জড়িয়ে ধরা, এগুলো তাদের প্রতি বাবা-মায়ের রহমতের অংশ। (বুখারী ৫৯ ৯৭ ও মুসলিম ২৩১৮)

## হাদিয়া দিতেন:

উপহার পেলে বড়রাতো খুশি হয়,ছোটরা আরও বেশি খুশি হয়।তাই নাতিদের নবীজি সাল্লাল্লাহু সাল্লাম সব সময় উপহার দিতেন।আয়েশা রাদিয়াল্লাহ বলেন,"নাজ্জাশী নবীজিকে উপহার হিসেবে কিছু গয়না পাঠালেন।সেগুলোর মধ্যে একটি সোনার আংটি ছিল।তিনি একটি লাঠি দিয়ে সেটি তুললেন,যেন তার স্পর্শে না আসে এবং যায়নাবের মেয়ে উমামাকে ডেকে বললেন,"মেয়ে (নাতনি) আমার, তুমি এটা পরো"।

## ভালবাসতেন:

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহ থেকে বর্ণিত,"আমি রাসুলুল্লাহ সাঃ এর সাথে বের হলাম,আমরা দুজনেই কোন কথা বলছিলাম না। আমরা বনু কাইনোকার বাজারে গেলাম এবং ফিরে এলাম। এরপর তিনি ফাতেমা রাঃ বাসায় গেলেন।তিনি ডাকলেন,'লুকা'(অর্থ ছোট শিশু হাসান) এখানে আছে?"আমরা ভেবেছিলাম,সে(ফাতিমা)হাসানকে নিয়ে আছে গোসল করিয়ে মালা পড়ে দেওয়ার জন্য।হাসান নবীজির কাছে এলে দুজন একে অপরকে জড়িয়ে ধরল। তিনি বললেন,"আল্লাহ আমি একে ভালোবাসি, আপনিও তাকে ভালবাসুন এবং যে ব্যক্তি তাকে

ভালোবাসে, তাকেও আপনি ভালোবাসুন “।আবু হুরায়রা রাঃ বলেন, নবীজির এ কথা বলার পর হাসান ইবনে আলীর চেয়ে অন্য কেউ আমার কাছে অধিকতর প্রিয় হয়নি “।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহ হতে বর্ণিত।তিনি বলেন,”এক বেদুইন নবী সাল্লাহু সাল্লাম এর নিকট এসে বলল। আপনারা শিশুদের চুম্বন করেন, কিন্তু আমরা ওদের চুম্বন করি না। নবী সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম বললেন :আল্লাহ যদি তোমার হৃদয় হতে দয়া উঠিয়ে নেন, তবে তোমার উপর আমার কি কোন অধিকার আছে”?(বুখারী ৫৯৯৮,মুসলিম ৪৩/১৫,আহমদ ২৪ ৪৬২) (বুখারী, আধুনিক প্রকাশনী ৫৫ ৬৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৫৪ ৫৯)

**দোয়া করতেন:**ওসামা ইবনে জায়েদ থেকে বর্ণিত, নবীজি সালাম তাকে ও হাসানকে তার দুই হাঁটুতে বসালেন এবং তাদেরকে খুব কাছে নিয়ে বললেন,
“আল্লাহ, তাদের উপর দয়া করুন, আমি যে তাদের দয়া করি “।

## ধর্মীয় শিক্ষা দিতেন:

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত, হাসান ইবনে আলী সাদাকার একটি খেজুর নিয়ে মুখে দিলেন।নবীজি(সা:)”খকখক” শব্দ করে ফেলে দিতে বললেন।তারপর তাকে বললেন,”জানো না,আমরা সাদাকা থেকে কিছু খাইনা”!

হযরত মুহাম্মদ সাঃ তার নাতি-নাতিনদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা সবসময় দিতেন।ঈমান ও সৎকর্মের ব্যাপারে শিক্ষা দিয়েছেন।তিনি তাদের আখিরাতে ব্যাপারে সতর্ক করেছেন, আখিরাতের জন্য গড়ে তুলেছেন। ভালোবাসার বশবর্তী হয়ে কখনো তিনি তাদের হারামের ব্যাপারে ছাড় দেননি। বরং ছোটবেলা থেকে ইসলামের বিধি নিষেধ সম্পর্কে তাদের শিক্ষা দিয়েছেন।

## উপসংহার:

সিরাহ থেকে জানা যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম এর দাম্পত্য জীবন ছিল আন্তরিকতা,সহমর্মিতা,ভালোবাসা,নিষ্ঠা আর দায়িত্বশীলতার অপূর্ব সংমিশ্রণ। যারা দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করেছেন বা করতে যাচ্ছেন - সবার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর দাম্পত্য জীবনের আদর্শই হোক অনুকরণীয় আদর্শ।

সর্বজাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু সাল্লাম। সর্বশ্রেষ্ঠত্বের সঙ্গে তিনি শ্রেষ্ঠতম স্বামী ও ছিলেন। তার চেয়ে অধিক সুন্দর আচরণের অধিকারী পৃথিবীতে আসেনি, আর কেউ

আসবেন ও না। সুখময় শান্তিপূর্ণ এবং কলহ মুক্ত দাম্পত্য জীবন পেতে রাসুল ওসালাম এর অনবদ্য দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন দিক হাদিসের নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন পরিচালনার বিকল্প নেই।

প্রত্যেক স্ত্রী তার কাছে ছিলেন রানীর মত। একজন রানী রাজার কাছ থেকে যতটা মর্যাদা পান, তার স্ত্রীরা তার চেয়েও বেশি সম্মান পেতেন। রাসূল সাল্লাহু সাল্লাম নারীদের সুমহান মর্যাদা ও সম্মানের দিকে সবসময় খেয়াল রাখতেন। আমর বিন আস রাদিয়াল্লাহু আনহু এর এক প্রশ্নের উত্তর প্রদানে রাসূল সাল্লাল্লাহু সাল্লাম বলেন,"স্ত্রীর ভালোবাসা, জ্ঞানী, ন্যায় পরায়ন ও সম্মানিত ব্যক্তিকে কোনক্রমে অপমানিত করবে না"।

ঘরের কাজকর্মে স্ত্রীদের সহযোগিতা করার প্রতি পুরুষদের অনাগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। অনেকে আবার এটাকে মানহানিকর মনে করে থাকে। ছোট ছোট বিষয়ও তারা স্ত্রী নির্ভর হয়ে থাকে।অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু সাল্লাম ঘরের কাজকর্মী স্ত্রীদের সহযোগিতা করতেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহ বলেন,

'রাসূল সাল্লাল্লাহু সালাম যখন ঘরে থাকতেন, ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকতে না এবং যখন নামাজের সময় হতো তখন তিনি নামাজে চলে যেতেন'।

যে ব্যক্তি দাম্পত্য জীবনে সুখী হতে চায় সে যেন মুমিন জনন নিয়ে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর হাদিসটি ভালো করে ভেবে দেখে; তিনি বলেন,

"আমি ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এক পাত্র হতে পানি নিয়ে গোসল করতাম"।

কি অসাধারণ স্ত্রীদের সাথে হযরত মুহাম্মদ সাঃ এর আচরণ! এমন কোন ঘটনা অতিবাহিত হতে দেননি যার মাধ্যমে তিনি বৈধ পন্থায় তার স্ত্রীদের মধ্যে আনন্দ ও মজা জাগিয়ে তোলেন নি।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম ছিলেন সম্মানিত নবী, বিজয়ী নেতা, কুরাইশ ও বনি হাশেম সন্তান। কিন্তু তিনি স্ত্রীদের কাছে ছিলেন নরম, কোমল ও দায়িত্ববান স্বামী।

কোন এক বিজয়ের দিন, তিনি বিজয়ী বেশে এক মহাসেনা অভিযানের নেতৃত্ব প্রদান করছেন, এমতাবস্থায়তেও তিনি ছিলেন স্বীয় স্ত্রী মুমিন জননীদের সাথে মহব্বত ও নমনীয়তার মূর্ত প্রতীক। অভিযানের নেতৃত্ব, দীর্ঘ সফর, যুদ্ধের মহা বিজয় তাকে ভুলিয়ে দেয় নি যে, তার সাথে রয়েছে দুর্বল স্ত্রী জাতি, যাদের তার উপর আন্তরিক অধিকার ও প্রয়োজন রয়েছে। যা তাদের দীর্ঘ রাস্তার কষ্ট ও সফরের ক্লান্তি দূর করবে।

ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, রাসূল সাঃ যখন খাইবারের যুদ্ধ শেষে ফিরছিলেন তখন সাফিয়া বিনতে হুয়াই রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিবাহ করেন,এবার যে উটের পিঠে সাফিয়া আরোহন করবেন তার চারদিকে ঘুরে পর্দার জন্য কাপড় লাগানোর পর তিনি উটের পাশে বসে তার হাঁটুকে খাড়া করে দিলেন। অতঃপর সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা তার পা নবী সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর হাঁটুতে রেখে উটে আরোহন করেন।

মনোরম সেই দৃশ্যটি রাসুল সাঃ এর বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ।

অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম ছিলেন বিজয়ী কমান্ডার, আল্লাহর পক্ষ থেকে দুত বা রাসুল, তিনি উম্মতকে শিক্ষা দিচ্ছেন যে, স্ত্রীকে সাহায্য করা, তার সাথে বিনয়ী হওয়া, তাদের কাজে সহায়তা এবং তাদেরকে সুখ ও আনন্দ প্রদানে তার সম্মান ও মর্যাদার কোন কমতি হবে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু সাল্লাম উম্মতকে যেসব ওসিয়ত করেন তার মধ্যে একটি হলো :

“ওহে আমার উম্মত! তোমরা নারীদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে”।( মুসলিম হাদিস :২৫৩)

মহামানব হযরত মোহাম্মদ সাঃ এর করণীয় কাজ উনাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্বামীর আসনে আসীন করে রেখেছেন। তার পবিত্র জীবনে আদর্শ স্বামীর বৈশিষ্ট্য গুলি সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। প্রকৃত অর্থে মহানবী সাল্লাল্লাহু সালামের দাম্পত্য জীবন ছিল কোরআনের সেই আয়াতের বাস্তবায়ন, যেখানে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, “ তোমরা তাদের সঙ্গে সৎ ভাবে জীবন যাপন করো “। ( সূরা নিসা, আয়াত:১৯)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম সব স্ত্রীকে সমভাবে সম্মান,মর্যাদা ও মহব্বত করতেন। তিনি স্ত্রীদের সাথে ঘরের কাজেও যেমন সহযোগিতা করতেন।তেমনই বিভিন্ন সময় তাদের সাথে দৌড় প্রতিযোগিতাও করতেন। স্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে বয়স্ক ছিলেন মা খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু,আবার বয়সে সবচেয়ে ছোট ছিলেন আয়েশা রাদিয়াল্লাহ। সকলকেই সমান চোখে দেখতেন।রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর ভালোবাসায় আয়েশা রাদিয়াল্লাহ কবিতা লেখেন-

আমাদের একটি সূর্য আছে
আকাশেরও একটি সূর্য
আমার সূর্য আকাশের সূর্যের চেয়ে উত্তম..

আমাদের দাম্পত্য জীবন সুখ শান্তিতে পরিপূর্ণতা পেতে হলে, রাসুল সাঃ ও উমমাহাতুল মুমিনিন্দের জীবনী জানতে হবে,এবং সেই অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে হবে। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন। আমাদের সংসারকে সুখ সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণতা দান করুন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু সাল্লাম নিজের সন্তান ও নাতি নাতনিদের গভীর ভালোবাসা ও মমতায় বড় করে তুলেছেন,সবার সামনে বাচ্চাদের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশে নবীজির (সা:)কখনোই লজ্জা পেতেন না।নিজের মেয়ে নাতনিদের কোলে করে আদর করতেন।তৎকালীন আরব সমাজে এমন দৃষ্টান্ত বিরল ছিল,বরং নবজাতক বা বাচ্চা মেয়েদের কবর দিয়ে মেরে ফেলাই সে সময়ের প্রথা ছিল।নবীজির সন্তানদের প্রতি ভালোবাসা ও মমতা আমাদের জন্য অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত।পরিবারের বন্ধন দৃঢ় রাখতে এর কোন বিকল্প নেই।

আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'আলা আমাদেরকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর দেখানো পথে চলার তৌফিক দান করুন।আমিন ইয়া রাব্বুল আলামিন।

## তথ্যসূত্র :


- আর রাহীকুল মাখতুম
- নবী কাহিনী ও নবী চরিত্র
- আদর্শ বিবাহ ও দাম্পত্য জীবন
- ইসলাম ও পারিবারিক জীবন
- স্বপ্ন সুখের সংসার
- সুখময় দাম্পত্য জীবন
- বিয়ে অর্ধেক দিন
- স্ত্রীদের সাথে নবী ও মনীষীদের আচরণ
- নবীজির সংসার
- উম্মুল মু'মিনীন
- সিরাত অডিও বুক
- স্ত্রীগণ নবীদের কাহিনী
- স্ত্রীদের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাম এর আচরণ
- কাঁসাসুল আম্বিয়া